www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in
Bengali fortnightly newspaper

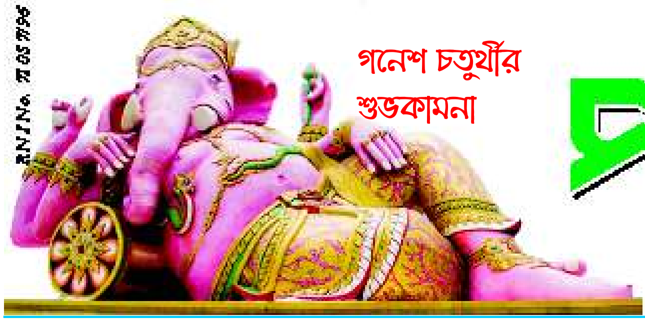

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

বিজ্ঞপ্তি
আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in-এ ই-মেইল অথবা, 95932 00246 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষঃ ২৫, সংখ্যাঃ ১৮, কোচবিহার, শুক্রবার, ১০ সেপ্টেম্বর - ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা সংখ্যাঃ ৮ | Vol:25, Issue: 18, Cooch Behar, Friday, 10 Sept - 23 Sept 2021, Page: 8 ₹ 3.00

কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গে চাই সর্বজন গ্রহণযোগ্য নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের চাই কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নয় বরং সর্বজন গ্রহণযোগ্য নেতা। সেই পথেই আছে রাজনৈতিক দলগুলির সাফল্যের চাবিকাঠি। সেই পথই দেখিয়েছে ইতিহাস। ইদানিংকালে একটি-দুটি নির্বাচিত নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নেতাকে সামনে রেখে ক্ষমতা দখলের জন্য যে অংক চলছে সেটা আসলে একটি ভুল পথ। কেননা উত্তরবঙ্গের কোন জনগোষ্ঠী বিশেষ করে উদার এবং সংস্কৃতিবান রাজবংশীয়রা শুধুমাত্র জাতপাতের উপর ভিত্তি করে নিজস্ব নেতা অতীত ইতিহাসে কখনোই নির্বাচন করেননি। বরং আস্থা রেখেছেন নিজস্ব বিচার বুদ্ধি বিবেচনার উপরে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির উপর। চিরকাল জোর দিয়েছেন এলাকার উন্নয়ন সহ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে। ঠিক এই কারণেই দিনহাটার মত প্রান্তিক জনপদ থেকে আমরা পেয়েছি কমল গুহ-এর মতন ডাকসাইটে জননেতাকে। কোচবিহারে আমাদের মনে দাগ কেটে যেতে পেরেছেন ফজলে হক

থেকে শুরু করে চণ্ডী পাল, শিবেন চৌধুরী, বীরেন্দ্র দে সরকার, দেবী নিয়োগী থেকে সন্তোষ রায় এমনকি বীরেন কন্ডু সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। আরো একটু বড় প্রেক্ষাপটে দেখলে আমরা পেয়েছি পরিমল মিত্র থেকে শুরু করে মানিক সান্যাল কিংবা ডিপি রায়কে। অশোক ভট্টাচার্য, নির্মল দাস কিংবা জীবন দে-কে। এরা কেউই কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর তকমা নিয়ে নেতা হয়ে উঠে আসেননি। যেমন উঠে আসেননি দিনেশ ডাকুয়া, অমর রায়প্রধান, পরেশ অধিকারীর মতো নেতৃত্ব। একইভাবে নেতৃত্বগুণ নিয়েই উঠে এসেছেন আদিবাসী চা বাগান এলাকার নেতৃত্বও।

ইদানীংকালের একটা অদ্ভুত অংক দেখা যাচ্ছে যে, নির্দিষ্ট কোন জনগোষ্ঠীর নেতাই সেই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সঠিক পথ দেখাতে পারবে বা তাদের সমর্থন পাবে। তাই যেখানে যে গোষ্ঠীর জনসংখ্যা বেশি সেখানে সেই জনসংখ্যার বা সম্প্রদায়ের লোককে নেতা হিসেবে নির্বাচিত করে সংসদীয় রাজনীতিতে দাও মারার চেষ্টা। অনেকটা গোবলয়-এ যে ধরনের রাজনীতি হয় সেটারই আমদানি করার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

কিন্তু একটু গভীরে গিয়ে বিশ্লেষণ করলে অতএব এই ভুল কখনোই করতেন না কোন রাজনৈতিক দলের উর্দ্ধতন নেতৃত্বরা কিংবা রাজনৈতিক

পৃষ্ঠা -৭

বর্ষসেরা বার্ড ফটোগ্রাফার মৌসম

জলপাইগুড়ি: বিশ্বের অন্যতম সেরা এবং সম্মানজনক ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতা বার্ড ফটোগ্রাফার অফ দা ইয়ার ২০২১ এর শিরোপা এবার জলপাইগুড়ি শহরে। পেশায় বিমাকর্মী, নেশায় পাখি ও বন্যপ্রাণী ফটোগ্রাফার জলপাইগুড়ির ডি বি সি রোডের বাসিন্দা মৌসম রায় বার্ড ফটোগ্রাফার অফ দা ইয়ার ২০২১ সম্মানিত হলেন। বিশ্বব্যাপী এই প্রতিযোগিতার অন্যতম বিভাগ বার্ড বিহেভিওর বা পাখির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিষয়ক বিভাগের বিজেতা হিসেবে তিনি গোল্ড এওয়ার্ড লাভ করেছেন। পৃথিবীর ৭৩টি দেশ থেকে ২২০০০ ছবির মধ্যে মৌসমের ছবিটি নির্বাচিত হয়েছে। উল্লেখ্য ৩ সেপ্টেম্বর গভীর রাতে ব্রিস্টল শহওে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষিত হয়। সেখানে মৌসমের তোলা মৌটুসী পাখির "ফ্লোরাল বাথটাব" শীর্ষক ছবিটি এই শিরোপা পায়। সবচেয়ে গর্বেও বিষয় হল মৌসম রায় হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি এই সম্মান পেলেন।

বেসরকারিকরণের পথে আরও একধাপ এনবিএসটিসির

কোচবিহার: আরো বেশি বেশি বাস পরিচালনার দায়িত্ব যাবে বেসরকারি ফ্র্যাঞ্চাইজিদের হাতে, এমন বিষয় নিয়েই সমীক্ষা চালাচ্ছে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ। দপ্তরের বক্তব্য, এতে করে আরো বেশি বেশি রুটে, বিশেষ করে বন্ধ হয়ে যাওয়া রুটে গাড়ি চালাতে এবং পরিষেবা দিতে সক্ষম হবে সংস্থা। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বাড়ানো হয়েছে কাজ করতে থাকা বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজির মেয়াদ। যদিও সংস্থার বক্তব্য, তারাই সবচেয়ে কম সংখ্যক ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে পরিবহন দপ্তর চালাচ্ছেন। দপ্তর সূত্রে আরও জানা গেছে, স্থায়ী ড্রাইভার-কনডাক্টর না থাকার কারণে সংস্থার ফ্র্যাঞ্চাইজি সংখ্যা বাড়ছে এবং তাদের মাধ্যমে নিয়োগ করা হচ্ছে কর্মী যেমন ড্রাইভার কনডাক্টর ইত্যাদি। মোদ্দাকথা নতুন নির্দেশিকা ঘিরে আবারো কালো মেঘ দেখা দিচ্ছে সংস্থার আকাশে। এখন দেখার বিষয় এই সংস্থাকে কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং লাভজনক সংস্থায় পরিণত করতে পারেন নবনির্বাচিত প্রশাসকেরা। সংস্থাটি ফিরে পাবে তার হারানো গৌরব?

ফর্ম পূরণ করলেন মহকুমা শাসক

কোচবিহার: ৮সেপ্টেম্বর কোচবিহার শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের টাউন হাই স্কুলের দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প বসেছিল। সেখানে পরিদর্শনে যান কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক রাকিবুর রহমান। লাইনে ভিড় দেখে আবেদনকারীদের কাছ থেকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ফর্ম নিয়ে তা পূরণ করে দেওয়ার কাজ শুরু করে দেন মহকুমা শাসক নিজেই। আলোড়ন পরে যায় চারদিকে। পরে সাংবাদিকদের মহকুমা শাসক বলেন, "চতুর্থ দফায় দুয়ারে সরকারের ক্যাম্প হচ্ছে এখানে। এখন ভিড় অনেকটাই কম। আমাদের কর্মীরা আবেদনকারী ফর্ম পূরণ করে দেওয়া সহ বিভিন্ন ধরনের কাজে সহযোগিতা করছেন। আমিও এসে কয়েকটি

দুয়ারে সরকার

ফর্ম পূরণ করে দিয়েছি। এতে কর্মীদের মধ্যে কাজ করবার আরও উৎসাহ তৈরি হবে।" মহকুমা শাসকের এই মানবিক মুখ দেখে সাধুবাদ জানিয়েছে আমজনতা।

রাজনগরের উদ্যোগে শিক্ষক দিবস পালন

কোচবিহার: শিক্ষক দিবসে কোচবিহারের উৎসব অডিটরিয়ামে তৃণমূল শহর কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক সংগঠন রাজনগরের শিক্ষক দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তিনি ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, সিতাই বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মন সহ অনেকেই।

কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর, রেজিস্টার, বিভিন্ন কলেজের অধ্যাপক, শহরে বিভিন্ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক, শিক্ষক সহ বেসরকারি বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ওই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বঙ্গরত্ন মইনুদ্দিন চিশতী, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক অলক ভট্টাচার্য, চৈতালি ধরিত্রিকন্যা, প্রবীণ অধ্যাপক সুভাষ রায় সহ অনেক বিশিষ্ট শিক্ষক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষকদের চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে বরণ করার পাশাপাশি রাজনগর তাদের হাতে গোলাপ ফুল উপহার হিসেবে তুলে দেয়। শিক্ষক সমাজকে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি তাদের সাথে সমাজের ও উদ্যোক্তাদের মেলবন্ধন বাড়ানোই ছিল রাজনগরের অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য বলে জানান আয়োজক সংস্থার তরফে অঞ্জনা দে ভৌমিক। তিনি আরো জানান, রাজনগর মনে করে তাদের এই ধরনের নানান পদক্ষেপ ও কর্মসূচী রাজনগর কোচবিহারের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখার পরিপূরক হবে।

শহর তৃণমূল ব্লকের সাংস্কৃতিক সামাজিক গণমাধ্যম সংগঠন 'রাজনগর' আয়োজিত শিক্ষক দিবস পালন অনুষ্ঠানে উৎসব অডিটোরিয়াম সম্পূর্ণ ভর্তি হয়ে যায়। রাজনগর পৃষ্ঠপোষক তৃণমূল কংগ্রেসের কুচবিহার সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক জানান, চন্দনের ফোটা গোলাপ ফুল উপহার দিয়ে শিক্ষকদের এদিন বরণ করা হয়। প্রায় দেড় হাজার শিক্ষককে সম্মাননা পত্র দেওয়া হয়েছে। মানুষের মধ্যে মৈত্রী ও সম্পর্ক আরো দৃঢ় করতে আমরা ভবিষ্যতেও এই ধরণের আরো নানারকম কর্মসূচি গ্রহণ করব।

শহর তৃণমূল কংগ্রেসের এই অভাবনীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ঘিরে এখন উত্তাল কোচবিহার শহরের রাজনীতি। বিরোধী শিবির কিংবা বিরোধী দলের লোকজনরাও মনে করছেন শহর তৃণমূল কংগ্রেসের দায়িত্ব নিয়ে এই অভাবনীয় অনুষ্ঠান সফল করে রাজনৈতিক ভাবে নিজেকে শহরের বুকে আরো জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে ফেললেন অভিজিৎ দে ভৌমিক ওরফে হিপ্পি।

রাজনগর দর্পণ

জানেন কি মদনমোহন বাড়ির ইতিহাস ?

কোচ রাজবংশের পারিবারিক দেবতা হলেন মদনমোহন। মদনমোহন হলেন কোচবিহারের প্রাণের ঠাকুর। ১৮৮৯ সালের ৪ জুলাই কোচবিহারের তৎকালীন মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ মদনমোহন মন্দিরের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষিত হলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।১৮৯০ সালের ২১ মার্চ রাজমাতা নিশিময়ী দেবী মদনমোহন মন্দিরের উদ্বোধন করেন।

মদনমোহন মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ হল বড় মদনমোহন এবং ছোট মদনমোহনের মূর্তি। যা মন্দিরের কেন্দ্রীয় কক্ষ তথা রূপালী চৌডালার মধ্যে অবস্থিত। সাধারণত ভক্তরা বড় মদনমোহনকেই দেখতে পান। ছোট মদনমোহন আড়ালে থাকে এবং মাত্র তিনদিন দেখা যায়।

ভগবান মদনমোহনের মূর্তিটি সোনালী রঙের অষ্ট ধাতুর তৈরি। বড় মদনমোহনের আগে অনন্ত নারায়ণ নামে একটি শালগ্রাম শীলা প্রতিদিন পূজা করা হয়।

বক্সার লভলীনাকে সংবর্ধনা জানাল ওএনজিসি

ডিব্রুগড়: টোকিও অলিম্পিকে দুর্দান্ত সাফল্যের জন্য ভারতের বক্সিং স্টার লভলীনা বরগোহাঁইকে সংবর্ধনা জানালো অয়েল অ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস কর্পোরেশন লিমিটেড (ওএনজিসি)। অলিম্পিকের ব্রোঞ্জ মেডালিস্ট লভলীনার ইচ্ছাপূরণের জন্য ওএনজিসি তাকে একটি 'পার্সোনাল জিমন্যাসিয়াম' তৈরি করে দেবে তার জয়ের স্বীকৃতি হিসেবে। লভলীনা ভারতের তৃতীয় বক্সার যিনি অলিম্পিকসে মেডেল জিতেছেন। তার নাম ইতিহাসে স্থান পাবে ভারতের সর্বকালের অন্যতম অলিম্পিয়ান ও বক্সার হিসেবে।

ওএনজিসি'র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর (আসাম অ্যান্ড আসাম আরাকান বেসিন, জোরহাট) সুষমা রাওয়াত জানান, তারা লভলীনার সাফল্যে গর্বিত। তার জয় সকলকে লক্ষ্য অর্জনের প্রেরণা জোগাবে। স্বীকৃতির স্মারক হিসেবে তার ইচ্ছানুসারে তাকে একটি ব্যক্তিগত জিমন্যাসিয়াম তৈরি করে দেবে ওএনজিসি, যাতে তিনি বাড়িতে থেকেই ভালভাবে অনুশীলন করতে পারেন।

'অ্যাক্সিস কনজাম্পশন ইটিএফ'

গুয়াহাটি: ভারতের দ্রুত-বৃদ্ধিশীল ফান্ড হাউসগুলির অন্যতম অ্যাক্সিস মিউচুয়াল

AXIS MUTUAL FUND

ফান্ডের তরফে হাজির করা হল তাদের নতুন ফান্ড - 'অ্যাক্সিস কনজাম্পশন ইটিএফ'। এই নিউ ফান্ড অফার (এনএফও) শুরু হচ্ছে ৩০ অগাস্ট (সোমবার)। নতুন ফান্ডটি 'লং-টার্ম ওয়েলথ ক্রিয়েশন সলিউশন' প্রদান করবে এবং নিফটি ইন্ডিয়া কনজাম্পশন ইনডেক্স স্টকে বিনিয়োগ করবে ফেরতলাভের দিকে লক্ষ্য রেখে।

এনএফও লঞ্চ প্রসঙ্গে অ্যাক্সিস এএমসি-র এমডি ও সিইও চন্দ্রেশ নিগম জানান, তারা বিশ্বাস করেন 'অ্যাক্সিস কনজাম্পশন ইটিএফ' বিনিয়োগকারীদের কাছে গ্রহণীয় হবে এক 'স্টেডি' ও 'কন্টিনিউড লং-টার্ম গ্রোথ' অর্জনের উত্তম উপায় হিসেবে।

'ভি অ্যাপ'-এ 'ভি মুভিজ অ্যান্ড টিভি অ্যাপ'

শিলিগুড়ি: ভারতের অগ্রণী টেলিকম অপারেটর 'ভি' তাদের 'ভি মুভিজ অ্যান্ড টিভি অ্যাপ'টিকে এবার 'ভি অ্যাপ'-এর অন্তর্ভুক্ত করল। এর ফলে গ্রাহকরা তাদের পছন্দসই কনটেন্ট অবাধে দেখতে সমর্থ হবেন। ভি অ্যাপ এখন দ্বৈত ভূমিকায় নেমে একটি ওটিটি অ্যাপ হিসেবে বিবিধ কনটেন্ট দেখার সুযোগ করে দেবে। সেইসঙ্গে নানারকম প্রোডাক্ট ও সার্ভিসের সুবিধাও বজায় থাকবে।

ভি অ্যাপ থেকে ভি গ্রাহকরা যেসব কনটেন্ট উপভোগের সুবিধা পাবেন সেগুলির মধ্যে রয়েছে (১) ৪৫০টিরও বেশি লাইভ টিভি চ্যানেল, (২) বিভিন্ন চ্যানেলে লাইভ নিউজ ও (৩) বিভিন্ন ওটিটি অ্যাপের প্রিমিয়াম কনটেন্ট। সংযুক্ত সুবিধাসম্পন্ন এই অভিজ্ঞতা অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্য চালু রয়েছে। পরবর্তীতে আইওএস ব্যবহারকারীরাও এই সুবিধা পাবেন।

বেদিক্স আয়ুর্বেদিক স্কিনকেয়ার রেঞ্জ

কলকাতা: বিশ্বের প্রথম কাস্টমাইজড মডার্ন আয়ুর্বেদিক লাইফস্টাইল অ্যান্ড ওয়েলনেস ব্র্যান্ড 'বেদিক্স' ভারতের আঞ্চলিক বাজারে তাদের অবস্থান আরও মজবুত করার লক্ষ্য নিয়ে চলেছে। 'টুইন-মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি' নিয়ে বেদিক্স একইসঙ্গে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের দিকে নজর নিবদ্ধ করেছে।

হায়দ্রাবাদ-ভিত্তিক কাস্টমাইজড আয়ুর্বেদ বিউটি স্টার্ট-আপ বেদিক্স এআই ও আয়ুর্বেদের শক্তি নিয়ে চলেছে, যাতে স্কিন ও

হেয়ারের সমস্যায় সর্বাধিক সুবিধা প্রদান করা যায়। এই টেক বিউটি ব্র্যান্ড হল হায়দ্রাবাদের বৃহত্তম কনজিউমার টেক স্টার্ট-আপগুলির অন্যতম এবং লঞ্চের ৩ বছরের মধ্যে ক্যাটাগরি লিডারে পরিণত হতে পেরেছে। বেদিক্স ভারতের বিউটি মার্কেটে নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। ২০২০ সালে তারা স্কিনকেয়ার রেঞ্জ লঞ্চ করেছিল। লঞ্চের পর থেকে বেদিক্স ১ মিলিয়নেরও বেশি অর্ডার ডেলিভারি দিয়েছে এবং প্রতিমাসে আরও ৯০,০০০ গ্রাহক যোগ করে চলেছে।

ফ্লিপকার্টের সাপ্লাই চেনে মহিলারাই এগিয়ে

শিলিগুড়ি: অতিমারির আতঙ্ক কাটিয়ে দেশ যখন উৎসবের মরশুমের জন্য তৈরি হচ্ছে, তখন ফ্লিপকার্ট তার সাপ্লাই চেন মজবুত করছে যাতে গ্রাহকদের চাহিদা পূরণে কোনও অসুবিধা না হয়। ফ্লিপকার্টের বেশ কয়েকটি নতুন চালু হওয়া সাপ্লাই চেন ফ্যাসিলিটিতে এই কাজে মহিলাদেরই দেখা যাচ্ছে সামনের সারিতে। সম্প্রতি এরকম একটি ফুলফিলমেন্ট সেন্টার খোলা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনিতে, যেখানে মহিলারাই যাবতীয়

কঠিন কাজকর্ম সামলাচ্ছেন। এটি পশ্চিমবঙ্গে ফ্লিপকার্টের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুলফিলমেন্ট সেন্টার। এখানে প্রায় ৩৫০০ জনের প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। কর্মীবাহিনীতে আরও বেশি মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি ও তাদের উন্নতির জন্য ফ্লিপকার্টের উদ্যোগে চালু হয়েছে 'বিবিধতা'। দেশে ফ্লিপকার্টের বড় ওয়্যার হাউসগুলির কয়েকটিতে কোনও নির্দিষ্ট শিফটের সবকিছুই চালাচ্ছেন মহিলা কর্মীরা। ডানকুনিতে নতুন কেন্দ্র স্থাপনের ফলে পশ্চিমবঙ্গে ফ্লিপকার্টের ফুলফিলমেন্ট সেন্টারের সংখ্যা হল সাত এবং এগুলিতে কর্মীদের সংখ্যা ৫০,০০০-এরও বেশি।

মালদায় শোরুম খুললো ফিনেস্তা

মালদা: ভারতের বৃহত্তম উইন্ডোজ ও ডোরস ব্র্যান্ড ফিনেস্তা তাদের রিটেল ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে মালদায় একটি নতুন শোরুম চালু করল। এই এক্সক্লুসিভ শোরুমটি খোলা হয়েছে মালদার রবীন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের গায়ত্রী ম্যানশনের ফার্স্ট ফ্লোরে জেপিএস ফ্রেমিংয়ে। এখানে বেস্ট-ইন-ক্লাস অ্যালুমিনিয়াম উইন্ডো, ইউপিভিসি উইন্ডো ও ডোর এবং ইন্টারনাল ও ডিজাইনার ডোর পাওয়া যাবে।

নতুন শোরুমটি খোলার মধ্য দিয়ে ফিনেস্তা গ্রাহকদের কেনাকাটার অভিজ্ঞতায় নতুন মাত্রা যোগ করল। অ্যালুমিনিয়াম উইন্ডো ও ডোর, ইউপিভিসি উইন্ডো ও ডোরের চাহিদা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে ফিনেস্তা দেশে তাদের মার্কেট শেয়ার আরও বাড়াতে ও লিডারশিপ পোজিশন ধরে রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। মালদার শোরুমটি উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে দেশে ৩৫০টিরও বেশি স্থানে ফিনেস্তার উপস্থিতি নিশ্চিত হল। উল্লেখ্য, ফিনেস্তা প্রোডাক্টসের সম্ভার ডিজাইন করা হয় ইউকে ও অস্ট্রিয়ায়, যাতে গ্রাহকরা সমকালীন স্টাইলের ও নতুন প্রযুক্তির প্রোডাক্টস পেতে পারেন।

ডেলহিভারির আওতায় এলো স্পটন

শিলিগুড়ি: ভারতের অগ্রণী এন্ড-টু-এন্ড লজিস্টিক্স ও সাপ্লাই চেইন সার্ভিসেস কোম্পানি ডেলহিভারি (Delhivery) ব্যাঙ্গালোর-ভিত্তিক স্পটন লজিস্টিক্স (Spoton Logistics) অধিগ্রহণ করল। এই অধিগ্রহণের ফলে ডেলহিভারির বর্তমান বি-টু-বি (B2B) ক্যাপাবিলিটি আরও মজবুত হল। ২০১৮ সালে সামারা ক্যাপিটাল ও এক্সপোটেনশিয়া একযোগে আইইপি'র কাছ থেকে স্পটন অধিগ্রহণ করেছিল। এই লেনদেনের ফলে তারা এখন এথেকে বেরিয়ে এলো নগদ অর্থের বিনিময়ে। হস্তান্তরের ক্ষেত্রে ডেলহিভারির ফিনান্সিয়াল অ্যাডভাইসর হিসেবে কোটাক মাহিন্দ্রা ক্যাপিটাল কোম্পানি ও লিগ্যাল অ্যাডভাইসর হিসেবে অমরচাঁদ মঙ্গলদাস অ্যান্ড কোং কাজ করেছে।

১০,০০০ এরও বেশি সফল অস্ত্রোপচার করেছেন ডা এন. নিশিকান্ত

কোচবিহার: আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপন বা রিসারফেসিং (পিকেআর) হল বাতের রোগীদের হাঁটু প্রতিস্থাপনের বিকল্প। পিকেআর হল একটি অস্ত্রোপচার পদ্ধতি যা সম্পূর্ণ জয়েন্টের পরিবর্তে শুধুমাত্র জয়েন্টের রোগাক্রান্ত পৃষ্ঠকে পুনরুজ্জীবিত করে। পাটনার মেডিভারসাল হাসপাতালের চিকিৎসক ডা এন. নিশিকান্ত বলেন, আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপনের সুবিধা হল হাঁটুর স্বাস্থ্যকর অংশের ৫% সংরক্ষিত থাকে যা হাঁটুর স্বাভাবিক কার্যকারিতা বজায় রাখতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, প্রায় ২০ - ৩০ % রোগী যাদের প্রকৃতপক্ষে অস্টিও আর্থ্রাইটিস থাকায়,কেবল আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়। ডা নিশিকান্ত বলেন, আংশিক হাঁটু প্রতিস্থাপন ৪০এবং ৫০-এর থেকে অপেক্ষাকৃত কম বয়সী রোগীদের প্রথম বিকল্প হওয়া উচিত যাদের জয়েন্টের একটি অংশের ক্ষতি হয়। উল্লেখ্য,ডা নিশিকান্ত হাঁটু এবং নিতম্ব প্রতিস্থাপনের প্রায় ১০,০০০ এরও বেশি সফল অস্ত্রোপচার করেছেন। আগ্রহী রোগীরা কোচবিহারের কেয়ার ফার্মা-তে আগামী ৪ তারিখে ডাঃ নিশিকান্তকে দেখানোর পরিসেবা পাবেন।

ক্রিপ্টোকারেন্সি ফ্যান্টাসি গেমিং প্লাটফর্ম

কলকাতা: ক্রিপ্টোকারেন্সির অভিজ্ঞতায় পরিবর্তন ঘটাতে বিশ্বের প্রথম ক্রিপ্টোকারেন্সি ফ্যান্টাসি গেমিং প্লাটফর্ম 'রেইনমেকার' লঞ্চ করা হল। এর ফলে ভারতের ক্রিপ্টো উৎসাহীরা সম্পূর্ণ নতুন রূপের ট্রেডিং অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবেন। ক্রিপ্টো পোর্টফোলিয়ো ম্যানেজমেন্টের অ্যানালিটিক্যাল স্কিল শিক্ষার জন্য প্লেয়ারদের আমন্ত্রণের মধ্য দিয়ে রেইনমেকার এক 'নিয়ার-রিয়াল এক্সপিরিয়েন্স' প্রদান করবে ট্রেডের গেমিফাইংয়ের মাধ্যমে। এই প্লাটফর্ম থেকে স্টক ট্রেডিংয়ের অভিজ্ঞতাও প্রদান করা হবে। বর্তমানে রেইনমেকার পাওয়া যাবে আইটিউন্স ও গুগল প্লে স্টোর থেকে। এক প্রকৃত গ্লোবাল ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রেইনমেকারের এক্সচেঞ্জ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের লাইভ ইভেন্টসের ডেটা ও রেফারেন্স ব্যবহার করবে। প্লেয়াররা নিরাপদে লাইফ-লাইক ট্রেড করতে পারবেন ফ্যান্টাসি গেমিংয়ের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, রেইনমেকার হল 'রিয়াল মানি গেমিং' ক্ষেত্রে ২০২১ সালে স্থাপিত একটি টেক স্টার্ট-আপ 'ফার্স্ট স্টক কনটেস্ট লিমিটেডের' ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট।

সম্পাদকীয়

হালকা হিমের পরশে শরতের ছোঁয়া লেগেছে

শিউলি ফুলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আকাশে বাতাসে। গ্রামের কোনায় ফুটে ওঠা কাশফুল দেখে বোঝা যাচ্ছে শারদ উৎসব কাছে এসেছে। কাদামাটি নিয়ে মৃৎশিল্পীরা ব্যস্ত প্রতিমা বানাতে। পাড়ার মোড়ে খুঁটি পূজা করে চলছে পূজার প্রস্তুতি। একদিন ভোর বেলায় বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহালয়া শুনে শুরু হবে পুজোর যাত্রা। তার জন্য সাজ সাজ রব পড়েছে। মধ্যবিত্তদের নতুন জামা কাপড় কেনার প্রস্তুতি চলছে। উৎসব তো হবেই, কিন্তু সতর্ক থাকতে হবে আমাদের সবাইকে।

দীর্ঘ দিনের ছুটি থেকে 'ছুটি' চাইছে শিক্ষাঙ্গন। স্কুল ঘরে সেই যে কবে তালা পড়েছিল, তা মনে পড়ছে না কারই। শ্রেণী কক্ষের না ঘোরা ফ্যানে বাসা বেঁধেছে ঘর হারা পাখিরা। বিদ্যালয় পালানো ছাত্রদের প্রিয় বারান্দায় জায়গা করে নিয়েছে শূন্যতার হাহাকার। মাঠের ঘাস গুলি গ্রাস করে নিতে চাইছে পুরো বিদ্যালয় কে। সেই শেষ কবে অংক করা হয়েছিল ব্ল্যাকবোর্ডে, তা এখন ধূসর সংখ্যায় পরিণত হয়েছে। বিদ্যালয় খোলার জন্য হাপিত্যেশ করছে ছাত্রছাত্রীরা। সেজন্য আমাদের জাগ্রত হতে হবে।

করোনার তৃতীয় ঢেউ কবে আসবে তা আমরা জানিনা। ডেল্টা প্লাস ভেরিয়েন্ট এর নতুন রূপ আসবে কিনা সেটাও আমাদের হাতে নেই। তবে তৃতীয় ঢেউ আসার কারণ যাতে আমরা না হয়ে দাঁড়াই। তাই নতুন কাপড় কেনার সময় ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে উঁচু হয়ে দাঁড়াক করোনা বিধি। নাক মুখ ঢেকে মাক্স পড়ে চলুক কেনাকাটা। হেঁটে নয় নেটে দেখি পুজো। করোনার গ্রাসে মৃত্যু-মিছিল রোধ হোক তবুও। কচিকাঁচারা ফিরে পাক তাদের হারানো শৈশব। খুলে যাক বিদ্যামন্দির।

কবিতা

নিধুবাবুর টপ্পা

সুবীর সরকার

মেঘের বিস্তার জানি।
হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে যায়
ইশারা।
পুতুলের দোকানে দেখি রোদচশমা
তর্জনীতে কপালের ঘাম
তান্ত্রিকের দিব্যি দিয়ে বলছি
নিধুবাবুর টপ্পা ভালো লাগে
আমার।

প্রবন্ধ

জলপাইগুড়ির রাজবাড়ির দুর্গাপুজোর বৈশিষ্ট্য

উমেশ শর্মা

দশভুজা দুর্গার যে মূর্তি 'গন্ধর্বনারায়ণের বংশাবলী'তে কল্পনা করা হয়েছিল, ঐ মূর্তি ধাতুময় হয়ে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের সংলগ্ন ভগবতী মন্দিরে স্থাপিত রয়েছে।জলপাইগুড়ির বৈকুন্ঠপুর রাজ এস্টেটের রাজবাড়ির অন্দরমহলে আজও নিত্য পূজিতা হচ্ছেন একই মাতৃমূর্তি।মণ্ডপে যে দশভুজা দুর্গোৎসবের সময়ে আরাধিতা হন, কালের নিয়মে ও আধুনিক যুগের চাহিদায় তা পরিবর্তিত হয়েছে সত্য, ড:চারুচন্দ্র সান্যালের লেখায় তা আংশিক প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

আমার 'রায়কত বংশের রাজর্ষি' বইটিতে ছবির অ্যালবামে আমি ২০০৩ সালে কোচবিহার ও বৈকুণ্ঠপুরের প্রাচীনতম দুর্গামূর্তির ফটোকপিটি ছেপেছিলাম।

এছাড়াও ২০০২সালে রাজবাড়ির কর্ণধার প্রণতকুমার বসু এবং তদীয় স্ত্রী স্বপ্না বসুর (বর্তমানে প্রয়াতা) সঙ্গে আমি জোড়পাকুড়ি দক্ষিণ পূর্বে খয়েরখাল নামক স্থানে নবমী পুজোর দিন অনুরূপ স্বর্ণ দুর্গার মূর্তি দেখতে গিয়েছিলাম। ঐ তিনটি মূর্তির আকৃতি ও প্রকৃতি একই রকমের। উচ্চতা ১০ ইঞ্চির বেশি নয়।

১৫১০ সালে শিশু ও বিশু নামে হরিয়া মণ্ডলের দুই সন্তান সাবালকত্বের দোরগড়ায় চিন্ময়ী মাকে ইচ্ছে মতো মাটির ঢেলা দিয়ে মৃন্ময়ী জ্ঞানে প্রথম পুজো করেছিলেন, নরবলি দিয়েছিলেন বল গেইট সাহেব লিখেছিলেন, ঐ দুর্গামূর্তি কিন্তু দশভুজা ছিলেন না। থাকা সম্ভবও ছিল না। তাই আমরা ঐ অমূর্ত মূর্তির বিষয়টি উল্লেখ করলাম মাত্র।

এবার আসি সাকারা দেবীমূর্তি প্রসঙ্গে। জলপাইগুড়ির গৃহদেবতা বৈকুন্ঠনাথ ও দশভুজা মা দুর্গা অন্দরে একই আসনে প্রতিষ্ঠিতা হয়ে নিত্য পূজিতা হয়ে থাকেন। দশভুজার ডান দিকের হাতগুলোতে শূল, শর, শক্তি, চক্র, শোভা পায়। বাম হাতগুলোতে শোভিত আছে পাশ, খেটক, ধনু, কুঠার ও অঙ্কুশ। দেবী ডান হাতে শূল ধারণ করে অসুরের বক্ষ বিদীর্ণ করছেন। মহিষের কাটা গলা থেকে অসুরের জন্ম। অসুরের বাম বাহু কামড়ে ধরেছে বাঘ। সিংহের উপরে স্থাপিত দেবীর দক্ষিণ চরণ। দেবী নানা অলংকারে ভূষিতা। মাতৃমূর্তির মুখমণ্ডল ডিম্বাকৃতি এবং চোখদুটি কোটরগতা ও ভীষণা। তৃতীয় নেত্র স্পষ্ট হয়ে আছে। মায়ের মাথার কেশদাম চূড়াবদ্ধ। অসুরের বামগণ্ড ও বামচোখ দৃশ্যমান। দৃশ্যমান তার উদার বিস্তৃত বক্ষদেশ। তার ডান পা গোটানো কিন্তু বাম পা টি ছড়ানো। হাতে দৃঢ় ভাবে ধরা আছে খাপে আধো খোলা তরবারি। সিংহটি অসুরের দক্ষিণ বাহুমূল আক্রমণ করেছে এবং বাঘটি অপর বাহুমূল কামড়ে ধরেছে। উভয় বাহুমূলই রক্তাক্ত। মূর্তির বেদীটি বিস্তৃত ও তাম্রপাত্রে আচ্ছাদিত। অসুরের মাথায় মুকুটের পরিবর্তে পাগড়ি লক্ষ্য করা যায়।

গন্ধর্বনারায়ণের বংশাবলী বর্ণিত মূর্তির সঙ্গে জলপাইগুড়ি রাজবাড়ির দুর্গামূর্তির একটু পার্থক্যও আছে। ঐ পার্থক্য হল দেবীর হাতে ত্রিশূলের পরিবর্তে শূল বা বল্লম জাতীয় একটি অস্ত্র এসে অসুরের বক্ষদেশ আঘাত করেছে। দ্বিতীয় পার্থক্যটি হল মহিষের ছিন্নমুণ্ড বেদীতে রক্ষিত। মহিষের কাটামুণ্ড থেকে অসুরের উৎপত্তি বিষয়টি দৃশ্যমান নয়। আধুনিক মূর্তিতে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী কলাবউ যেমন আছে, তেমনি আছে ব্রক্ষা, বিষ্ণু, মহেশ্বর। দেবীর ডানদিকে জয়া এবং বাম দিকে বিজয়া বিরাজমানা। মহামায়ারূপী মেছেনী মূর্তি এখন রাজবাড়ির পুজোর প্রধান আকর্ষণ। ৫১১ বছর ধরে উত্তরের দুর্গাপুজোর আনন্দে এবার প্রধান বিভীষিকা করোনা অতিমারী।

গল্প

ছেলেটি

নির্মাল্য ঘোষ

বিপাশার কলেজে পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে যায়। ছেলে পয়সাওয়ালা বাড়ীর একমাত্র পুত্র, বড় ব্যবসা আছে, তাই বাবা মা আর দেরী করেনি।

বিপাশা ঘোর সংসারী এখন্ এক ছেলে আর এক মেয়ের মা। ছেলে মেয়ে বড় স্কুলে পড়ে। মেয়ে ক্লাস ফোরে পড়ে, ছেলে ক্লাস এইট এ। মেয়েকে গাড়ী করে স্কূল পৌঁছে দেওয়া আর নিয়ে আসার কাজ বিপাশাই করে। ড্রাইভার আছে।

সেদিন মেয়েকে স্কূলে পৌঁছে দিয়ে বাড়িতে এসে যখন গাড়ী থেকে নামছে, মনে হল দূর থেকে কে যেন তাকে দেখছে। আশেপাশে নজর চালিয়ে সে ভাবে কাউকে সে দেখতে পেল না, অথচ সিক্সথ সেন্স বলছে কেউ দেখছিল।

মাঝে মাঝেই এটা হতে লাগল এরপর মনে হচ্ছে কেউ যেন দেখছে, কিন্তু কাউকে দেখতে পায় না। ব্যাপারটা বিপাশার কাছে ধীরে ধীরে আতঙ্কের হয়ে উঠল। ঘুমের মধ্যেও মনে হচ্ছে কে যেন দেখছে। বরকে সব কথা খুলে বলল সে।

বর বুদ্ধি করে শহরের নাম করা মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল বিপাশাকে। যদিও বিপাশা সেটা জানত না, তাকে বলা হয়েছিল অন্য কথা ডাক্তারের বাড়িতে তাকে নিয়ে যাওয়া হত, চেম্বারে নয় ডাক্তারের পরিচয় দেওয়া হয়েছিল পুলিসের অফিসার হিসেবে যে কিনা খুঁজে বের করবে নজরদারি ব্যক্তিকে।

কয়েকটি সিটিং দেওয়ার পর ডাক্তারবাবু বিপাশার বরকে একদিন ডেকে পাঠাল আলাদা করে। নিজের বাড়িতে বসিয়ে বিপাশার বর অভ্রকে ডাক্তার রুদ্র সান্যাল বলে উঠলেন:" যেটুকু বুঝলাম ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মানসিক কলেজে পড়ার সময় একটি ছেলে আপনার স্ত্রীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। এমনকি আপনার স্ত্রী যেখানে যেত ছেলেটি ফলো করত। ছেলেটি আপনার স্ত্রীর থেকে এক ক্লাস ওপরে পড়ত। ছেলেটি হয়ত আপনার স্ত্রী কে খুব ভালোবাসত এবং আপনার স্ত্রী ও হয়ত মানসিক ভাবে ছেলেটির ওপর নির্ভর হয়ে পড়েছিল। কিন্তু কেউ কাউকে বলতে পারেনি, কারন হঠাৎ করে আপনাদের বিয়ে হয়। অবচেতন মনের সেই ভালোবাসাই ফিরে এসেছে আপনার স্ত্রীর মনে এবং এটা তারই প্রতিফলন।"

থামলেন ডাক্তার সান্যাল, ফের শুরু করলেন:" আমি যেটুকু বুঝেছি, আপনি আপনার স্ত্রী কে খুব ভালোবাসেন। তাই বলছি, একমাত্র আপনার সহমর্মিতা, সান্নিধ্য আর আরো নিবিড় সহানুভুতিই পারে আপনার স্ত্রী কে সম্পূর্ণ রোগমুক্ত করতে। আর উনি আমার ট্রীটমেন্টে থাকবেন্ মাঝে মাঝে সিটিং দিতে হবে। আশা করি আপনার সম্পূর্ণ সহযোগিতা আমি পাব। "

থামলেন ডাক্তার রুদ্র সান্যাল আর বিহ্বল কণ্ঠে অভ্র বলে উঠল:" সম্পূর্ণ সহযোগিতা আপনি নিশ্চই পাবেন ডাক্তারবাবু নিশ্চই পাবেন ওকে আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলুন ডাক্তারবাবু আমি যে ওকে ভীষণ ভালবাসি ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না

অল-নিউ সিগনেচার হুইস্কি

শিলিগুড়ি: ডিয়াজিও ইন্ডিয়া ভারতের রেয়ার, এজেড গ্রেন হুইস্কি 'সিগনেচার' নিয়ে এলো এক নতুন রূপ, স্বাদ ও প্যাকেজিংয়ে। প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে অল-নিউ সিগনেচার হুইস্কি প্রস্তুত করেছেন মাস্টার ব্লেন্ডার লুইজ মার্টিন।

ইমপোর্টেড স্কচ, এজেড ইন্ডিয়ান মল্ট ও গ্রেন স্পিরিটের সঙ্গে ব্লেন্ড করে নতুন সিগনেচার রেয়ার তৈরি হয়েছে। সিগনেচার প্রিমিয়ার তৈরি হয়েছে ১০টি স্কচ হুইস্কি ব্লেন্ড করে। সিগনেচার হুইস্কির নতুন প্যাকে বিশ্বপ্রকৃতি ধরা পড়েছে, আর এটি হয়ে উঠেছে দেশের 'মোস্ট অথেনটিক হুইস্কি'। নতুন সিগনেচারের কার্টন তৈরি হয়েছে রিসাইকেলড কার্ডবোর্ড থেকে। নতুন ডিজাইনের বোতলটি আরও লম্বা, ফলে এটি ধরা আরও সুবিধাজনক। প্যাকেজিংয়ের নতুন লোগো ডিজাইনে প্রকৃতি ও তার সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হয়েছে।

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় অ্যাসেন্ট ফাউন্ডেশন

কলকাতা: অ্যাসেন্ট ফাউন্ডেশন হল পিয়ার-টু-পিয়ার লার্নিং প্ল্যাটফর্ম যা ভারতে বাস্তুতন্ত্র নিশ্চিত করে ব্যবসার অর্থনীতির কঠোর পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়। অ্যাসেন্ট ফাউন্ডেশন সমর্থিত পিয়ার লার্নিং পদ্ধতি শহরে উদীয়মান উদ্যোক্তাদের বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে যাতে তারা কলকাতার বাজারের উদ্ভূত অনন্য ব্যবসায়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সাহায্য করতে পারে।

অ্যাসেন্টু এর সদস্যদের গঠন বেশ বৈচিত্র্যময়। যা উৎপাদন ও পরিষেবা শিল্পের মধ্যে ৪৬:৫৪ ভাগ করে। ৪৪% পারিবারিক ব্যবসা; ৪% নারী উদ্যোক্তা এবং প্রায় ৬৫+ বিভিন্ন শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করে। গত ৯ বছরে, অ্যাসেন্ট ৭০০ জন উদ্যোক্তাকে সদস্য হিসাবে নির্বাচিত করেছে (প্রাপ্ত ২৫০০এর বেশি আবেদন থেকে) যারা মুম্বাই, চেন্নাই এবং অল ইন্ডিয়া চ্যাপ্টারের ৬২ টি অপারেশনাল ট্রাস্ট গ্রুপের অংশ।

কোভিড মহামারীর সময় অনেক উদ্যোক্তাই সমস্যায় পড়েছিলেন। এই সমস্যার সামাল দিতে তারা তাৎক্ষণিক উপদেষ্টাদের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার পরিবর্তে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার পথই বেছে নেয়। অ্যাসেন্ট ফাউন্ডেশন ৬২ টি অপারেশনাল ট্রাস্ট গোষ্ঠীর মাধ্যমে পিয়ার লার্নিং সম্প্রসারিত করে তার সর্বভারতীয় অধ্যায় চালু করেছে। এই ট্রাস্ট গ্রুপগুলি হল পিয়ার-টু-পিয়ার গ্রুপ যা সম্মিলিত শক্তি ব্যবহার করে উদ্যোক্তাদের কাছে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে।

অনলাইন টিউটরিং সেগমেন্টে দুই-শিক্ষক মডেল চালু

গৌহাটি: বর্তমান প্রেক্ষাপট এবং শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তার সাথে তাল মিলিয়ে BYJU'S একটি নতুন শিক্ষা পদ্ধতির প্রস্তাব দেয়। সেই কথা মাথায় রেখে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এডটেক কোম্পানি BYJU'S - এর ক্লাসের জন্য একটি বিশেষ ধরনের দুই-শিক্ষক মডেল চালু করেছে।এটি একটি বিস্তৃত স্কুল-পরবর্তী অনলাইন টিউটরিং প্রোগ্রাম। BYJU'S -এর ক্লাস হল প্রথম অনলাইন টিউশন প্রোগ্রাম যা ভারতে দুই শিক্ষকের মডেল প্রদান করে। দুই-শিক্ষক মডেলে অনুযায়ী, দুইজন শিক্ষকের সাথে, শিক্ষার্থীদেও একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা শেখানো হয়, যিনি ধারণাগত স্পষ্টতা নিশ্চিত করার জন্য বিষয়গুলি গভীরভাবে ব্যাখ্যা করেন। অর্থাৎএকজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষক ধারণাগত স্বচ্ছতা প্রদান করেন, যখন দ্বিতীয় শিক্ষক তাৎক্ষণিকভাবে সন্দেহ সমাধান করেন।

BYJU'S এর প্রধান অপারেটিং অফিসার মৃণালমোহিত বলেন, BYJU'S - এর দুই শিক্ষক মডেল ভারতীয় অনলাইন টিউশন সেগমেন্টে এক ধরনের অফার যা লাইভ এবং ইন্টারেক্টিভ অর্থাৎ শেখার এবং শিক্ষাদানের জন্য ৩৬০-ডিগ্রী পদ্ধতির সাথে অফলাইন শ্রেণীকক্ষের অভিজ্ঞতা অনুকরণ করে। সারাদেশে ছাত্রদের নিয়ে BYJU'S- এর একটি গভীর গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে একটি ক্লাসে দুইজন শিক্ষক থাকলে শিক্ষার ফলাফল ভালো হয়।

BYJU'S হল বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় এডটেক কোম্পানি এবং ভারতের সবচেয়ে প্রিয় স্কুল লার্নিং অ্যাপের নির্মাতা যা LKG, UKG, ক্লাস 1 - 12 (K -12) এবং JEE, NEET এর মতো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত অভিযোজিত, আকর্ষনীয় এবং কার্যকরী লার্নিং প্রোগ্রাম প্রদান করে।

এশিয়ান গ্রানিটো'র রাইটস ইস্যু

কলকাতা: ভারতের অন্যতম অগ্রণী টাইলস ব্র্যান্ডের নির্মাতা এশিয়ান গ্রানিটো ইন্ডিয়া লিমিটেডের রাইটস ইস্যু খুলছে ২৩ সেপ্টেম্বর ও বন্ধ হচ্ছে ৭ অক্টোবর। রাইটস ইস্যুর মাধ্যমে সংগৃহিত অর্থ ব্যবহৃত হবে বকেয়া ঋণ মেটাতে এবং কোম্পানির ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ও কর্পোরেট কাজকর্মের প্রয়োজন পূরণের জন্য। রাইটস ইস্যু পাওয়া যাবে শেয়ার প্রতি ১০০ টাকায়।

১০ টাকা ফেস ভ্যালুর ২,২৪.৬৪,১৮৮টি 'ফুললি পেইড-আপ ইকুইটি শেয়ার' ১০০ টাকা দরে পাওয়া যাবে, যার মধ্যে শেয়ার প্রতি প্রিমিয়াম ৯০ টাকা। ইকুইটি শেয়ার হোল্ডারগণ 'রাইটস বেসিসে' ১৯:২৯ অনুপাতে মোট ২২৪.৬৫ কোটি টাকার শেয়ার কিনতে পারবেন। উল্লেখ্য, গত অগাস্টে কোম্পানি তাদের অ্যাসোসিয়েটেড কোম্পানি অ্যাস্ট্রন পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস লিমিটেডের সম্পূর্ণ ১৮.৮৭% স্টেক ৪৬.৯৪ কোটি টাকার বিনিময়ে ডিভেস্ট করেছে। ২০২১ অর্থবর্ষে কোম্পানির নেট প্রফিট ছিল ৫৭.২৩ কোটি টাকা। এইসময়ের নেট সেলস ছিল ১,২৯২ কোটি টাকা।

বর্তমানে কোম্পানি ১০০টিরও বেশি দেশে রপ্তানি করে এবং সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ১২০-র বেশি করার পরিকল্পনা রয়েছে। কোম্পানির লক্ষ্য তাদের রিটেল টাচপয়েন্টের সংখ্যা ১০,০০০ অতিক্রম করা ও এক্সক্লুসিভ শোরুমের সংখ্যা ৫০০টির বেশি করা।

শিলিগুড়িতে Safexpress-এর লজিস্টিক পার্ক

শিলিগুড়ি: ভারতের সবচেয়ে বড় সাপ্লাই চেইন ও লজিস্টিক কোম্পানি Safexpress, শিলিগুড়িতে চালু করল ৬৪তম অত্যাধুনিক লজিস্টিক পার্ক। উত্তর -পূর্ব ভারতের গেটওয়ে নামে পরিচিত শিলিগুড়ি বিভিন্ন শিল্পের জন্য এটি একটি সমৃদ্ধ ব্যবসায়িক কেন্দ্র । ভুটকিহাটের গাধাগঞ্জ তথা বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাছে ২৭-নং জাতীয় সড়কে এই পার্কটি অবস্থিত। ২.২৫লক্ষ বর্গফুটেরও বেশি জমিতে এই পার্কটি তৈরী হয়েছে। উল্লেখ্য, এই নতুন লজিস্টিক পার্কটি লজিস্টিক্সের জন্য একটি নোডাল পয়েন্ট হিসেবে কাজ করবে এবং সমস্ত রাজ্য, বিশেষ করে নিকটবর্তী জেলা এবং ম্যানুফ্যাকচারিং হাবগুলির সাথে ট্রানজিশনাল সংযোগ প্রদান করবে। এই লজিস্টিক পার্কটি সাম্প্রতিক ট্রান্সশিপমেন্ট এবং ৩পিএল সুবিধযুক্ত। পিলারবিহীন কাঠামোগুলি একযোগে ৪০ টিরও বেশি যানবাহন লোড এবং আনলোড করতে পারে। এটি ৮০ ফুটের উপরে একটি কলাম-কম ব্যাপ্তি রয়েছে, যা সুবিধাটির মধ্যে পণ্যগুলির নিরবচ্ছিন্ন চলাচলকে সহজতর করে সমস্ত আবহাওয়া লোডিং এবং আনলোডিং সক্ষম করতে সুবিধাটি ১৬ ফুট প্রশস্ত ক্যান্টিলিভার শেড দিয়ে সজ্জিত।

শিক্ষকদের সম্মান জানালো ভোডাফোন আইডিয়া ফাউন্ডেশন

Vodafone Idea Foundation

শিলিগুড়ি: শিক্ষক দিবস উপলক্ষে ভোডাফোন আইডিয়া ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'ভোডাফোন আইডিয়া টিচার্স ডে কনক্লেভ ২০২১'। এর উদ্দেশ্য ছিল টিচার্স স্কলারশিপ প্রোগ্রামের দ্বারা উপকৃত শিক্ষকদের সম্মান প্রদর্শন করা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সর্বেন্দ্র বিক্রম বাহাদুর সিং (ডিরেক্টর, এসসিইআরটি ও বেসিক এডুকেশন, উত্তর প্রদেশ), ও এল মান্দলই (অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর, আরএসকে, মধ্য প্রদেশ), ড. দেবাঙ বিপিন খাখর (ফর্মার ডিরেক্টর, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, মুম্বই), পি বালাজি (চিফ রেগুলেটরি অ্যান্ড কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার, ভিআইএল ও ডিরেক্টর, ভোডাফোন ফাউন্ডেশন)।

ভোডাফোন আইডিয়া টিচার্স স্কলারশিপ প্রোগ্রাম ২০২১-এর বিজয়ীদের সম্মান জানিয়ে ভোডাফোন আইডিয়া ফাউন্ডেশনের তরফে ২২টি রাজ্যের ১১০ জনের প্রত্যেককে ১ লক্ষ টাকার স্কলারশিপ প্রদান করা হয়। এই উপলক্ষে ভোডাফোন আইডিয়া ফাউন্ডেশন 'টিচার্স ডায়েরি' নামে একটি পুস্তকও প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, শিক্ষণ, অনুশীলন ও শিক্ষাদানের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ভোডাফোন আইডিয়া ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম 'জিজ্ঞাসা' এবং 'নলেজ শেয়ারিং অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ' প্লাটফর্ম 'গুরুশালা' কাজ কওে চলেছে।

ডাঃ বাত্রার হোমিওপ্যাথি হেলথকেয়ার

Dr Batra's HOMEOPATHY

কলকাতা: বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, হাঁপানিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের আনুমানিক সংখ্যা ২৩৫ মিলিয়ন, যা মূলত অ্যালার্জির সাথে যুক্ত। বিশ্বের প্রায় ৪০% মানুষ বর্তমানে এক বা একাধিক হাঁপানি দ্বারা আক্রান্ত যাদের মধ্যে রয়েছে রাইনাইটিস, অ্যানাফিল্যাক্সিস, ওষুধ, খাদ্য এবং পোকামাকড়ের এলার্জি, একজিমা, এবং অ্যাঞ্জিওএডেমা সহ এলার্জিজনিত অবস্থা।

খাদ্য অ্যালার্জির ফ্রিকোয়েন্সি গত ৩০ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে শিল্পোন্নত শহরগুলিতে। উন্নত দেশগুলিতে, প্রতি ৮ জনের মধ্যে ১ জন শিশুর হাঁপানি, ১৩ জনের মধ্যে ১ জন একজিমা এবং ৮ জনের মধ্যে ১ জনের অ্যালার্জিক রাইনাইটিস রয়েছে। খাদ্য এলার্জি ৩-৬% শিশুদের প্রভাবিত করে, ৪০ টির মধ্যে ১ টি চিনাবাদাম এবং দুধের অ্যালার্জি এবং ২০ টির মধ্যে ১ টি ডিমের অ্যালার্জি থাকে।

অ্যালার্জি নিয়ে বেঁচে থাকা কঠিন হতে পারে। খাদ্য, ত্বক এবং শ্বাসযন্ত্রের অ্যালার্জির নিজস্ব সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে এবং আপনার জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে। ডা. বাত্রার গ্যাস্ট্রোএন্টেরোলজিকাল চিকিৎসা আমেরিকান কোয়ালিটি অ্যাসেসর দ্বারা প্রমাণিত হিসাবে ৯৭.২%

এলারা টেকনোলজিসের নতুন ব্র্যান্ড

REA Group | REA India

কলকাতা: ভারতের অগ্রণী ডিজিটাল রিয়াল এস্টেট পোর্টাল হাউসিং-ডট-কম, প্রপটাইগার ও মকান-ডট-কম'এর অপারেটর এলারা টেকনোলজিস তাদের নতুন ব্র্যান্ড হাজির করল রেয়া ইন্ডিয়া (জউঅ ওহফরধ)। এই ব্র্যান্ডের নামে অগ্রণী ডিজিটাল রিয়াল এস্টেট কোম্পানি তথা অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে হেডকোয়ার্টার বিশিষ্ট মূল কোম্পানি রেয়া গ্রুপ লিমিটেডের নামটি প্রতিফলিত হয়েছে।

রেয়া গ্রুপ প্রথমে রেয়া ইন্ডিয়াতে (পূর্বের এলারা টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড) বিনিয়োগ করেছিল, ২০১৭ সালে এবং ২০২০ সালে তা পরিণত হয় ৬১% মেজরিটি শেয়ারহোল্ডারে, যার সাবসিডিয়ারি হল বাকি অংশের শেয়ারহোল্ডার আমেরিকা-ভিত্তিক নিউজ কর্প। একইসঙ্গে, নিউজ কর্প হল রেয়া গ্রুপের মেজরিটি শেয়ার হোল্ডার।

রেয়া গ্রুপের মধ্যে থেকে রেয়া ইন্ডিয়া একটি আলাদা সংস্থা হিসেবে কো-ফাউন্ডার ও সিইও ধ্রুব আগরওয়ালার নেতৃত্বে পরিচালিত হবে। রেয়া ইন্ডিয়া ভারতের বাজারের পরিস্থিতিতে নিজস্ব কৌশল ব্যবহার করে কাজ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত।

কলকাতা: মার্স রিগলের স্নিকার্স তাদের নতুন ব্র্যান্ড ফিল্মের জন্য বিনয় পাঠক ও বেদিকা নওয়ানিকে নিয়ে এসেছে। স্নিকার্স ব্র্যান্ডের প্রচার 'ইউ আর নট ইউ হোয়েন ইউ আর হাংরি' (খিদে পেলে আপনি আর আপনাতে থাকেন না) বাক্যটির বাস্তব রূপ দিয়ে তৈরি এই ফিল্মে 'ক্ষুধার যন্ত্রনা' এক মজাদার মোড় নিয়েছে, যেরকমটি স্নিনার্সের অ্যাড ফিল্মে দেখা যায়।

এই নতুন টিভিসি আগেকার অ্যাড ফিল্মগুলির থেকে অনেকটাই অন্যরকম। এতে বাবার ভূমিকায় থাকা বিনয় পাঠক খিদে সহ্য করতে না পেরে এক 'মনস্টার' ট্রাক কিনে ফেলেছেন 'জীবনের দৌড়ে জেতার জন্য'। পরে তিনি তার বোকামিটা বুঝতে পারেন যখন তিনি মেয়ের তাগিদে একটি নুগা, ক্যারামেল ও নাটসে ভরা

৪ লাখ টাকার দুঃসাহসিক ডাকাতি

জলপাইগুড়ি: দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে। ঘটনাটি ঘটেছে ৭সেপ্টেম্বর গভীর রাতে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন দেবনগড় এলাকায় ।স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন দেবনগড় এলাকার বাসিন্দা অবসর প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী দিলিপ বোস পোস্ট কোভিড কম্পলিকেশন চিকিৎসার করাবেন বলে বাড়িতে ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে রেখেছিলেন। ৭সেপ্টেম্বর গভীর রাতে তার বাড়িতে ডাকাত দল চড়াও হয়ে বাইরে থেকে গ্রিল খুলে দিতে বলে। ভয় পেয়ে তিনি গ্রীল খুলে দেন।এরপর বয়স্ক দম্পতিকে মারধর করে তাদের গলায় ধারালো অস্ত্র ধরে শুরু হয় লুঠপাট। আলমারি ভেঙে চিকিৎসার জন্য রাখা চার লক্ষাধিক টাকা ও লক্ষাধিক টাকার সোনার অলঙ্কার নিয়ে পালিয়ে যায় ডাকাত দল। খবর পেয়ে ৮ সেপ্টেম্বর সকালে ঘটনাস্থলে এসে তদন্ত শুরু করেছে কোতোয়ালি থানার পুলিশ।

মোবাইল ছিনতাইয়ের অভিযোগে ধৃত ৩

শিলিগুড়ি: শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ভক্তিনগর থানার পুলিশ বড় সাফল্য পেল। ৭ সেপ্টেম্বর মোবাইল একটি বড় দলকে ধরতে পেরেছে ।এই ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম রূপেশ সুব্বা, অর্জুন সিং এবং রাকেশ লেপচা। তিনজনই শালুগাড়া এলাকার বাসিন্দা।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি ভেগা সার্কেলের কাছে এক যুবকের মোবাইল ছিনতাই হয়। এই ঘটনায় একটি অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার পরই ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় অভিযান চালায় ভক্তি নগর থানার পুলিশ। চেকপোস্ট সংলগ্ন এলাকা থেকে প্রথমে রুপেশকে গ্রেফতার করে। অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর এই চক্রের বাকি দুই জনের নাম সামনে আসে। পুলিশ সূত্রের খবর, এই তিনজনই স্কুটিতে রাতের অন্ধকারে ভক্তিনগর থানা, চেকপোস্ট, সেবক রোড, ২.৫ মাইল এলাকায় ঘোরাফেরা করত এবং ওই সব এলাকা থেকে মোবাইলসহ অন্যান্য জিনিষও ছিনতাই করত। ৮ সেপ্টেম্বর তিনজনকেই জলপাইগুড়ি আদালতে হাজির করা হয়।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে পলাতক অভিযুক্তকে পাকড়াও করল পুলিশ

কোচবিহার: ৭ সেপ্টেম্বর এম জে এন মেডিকেল কলেজ থেকে পালিয়ে যায় বিপ্লব বর্মন নামে খুনে অভিযুক্ত এক আসামি। বিপ্লবকে এক্সরে করার জন্য মেডিকেল কলেজে নিয়ে আসা হয়েছিল। সেখান থেকে সুযোগ বুঝে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যায় সে। পুলিশের গাফিলতিতে দুষ্কৃতীর পালানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় কুচবিহার শহরে। অভিযুক্তের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি শুরু পুলিশ। অবশেষে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সাফল্য পায় তারা। কালাপানি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় বিপ্লবকে। পুলিশ হেফাজত থেকে পালিয়ে যাওয়ায় পৃথক একটি মামলা রুজু করেছে পুলিশ। মায়ের খুনের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

সভাধিপতির এলাকা পরিদর্শন

আলিপুরদুয়ারঃ আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের ১ নং অঞ্চল ও দেওগাঁও অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করলেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি শিলা দাস সরকার। জটেশ্বর ১ নং অঞ্চলের জটেশ্বর মার্কেট কমপ্লেক্স, ধূলগাঁয়ে মুজনাই নদী ভাঙন এলাকা এবং দেওগাঁও অঞ্চলের গঙ্গা মঙ্গলের ঘাট, দক্ষিণ দেওগাঁওয়ের ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্ট এবং পূর্ব দেওগাঁয়ে এর বাঁধ পরিদর্শন করেন তিনি।

এলাকা পরিদর্শনে এসে শিলা দাস জানান, বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে এলাকার সমস্যাগুলি সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে জটেশ্বর মার্কেট কমপ্লেক্সের কাজ জেলা পরিষদের উদ্যোগে শুরু হয়েছে এবং দেওগাঁয়ের ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্টটি ঠিক করতে জেলা পরিষদের উদ্যোগে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এলাকার বিভিন্ন সেচ নালার কাজ সেচ দপ্তরের মাধ্যমে করার আশ্বাস দেন তিনি। দেওগাঁও এলাকার মানুষের পরিশ্রুত পানীয় জলের দীর্ঘদিনের দাবির বিষয়ে তিনি বলেন, উর্ধ্বতন কতৃপক্ষকে জানানো হয়েছে, অনুমোদন পেলে দ্রুত কাজ শুরু করা হবে। এদিন পরিদর্শনে তাঁর সঙ্গে ছিলেন সি এ ডি সির চেয়ারম্যান সুভাষ চন্দ্র রায় সহ স্থানীয় বিভিন্ন পদাধিকারী গণ।

গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ১

শিলিগুড়ি: ৫৯ কেজি গাঁজাসহ একজনকে গ্রেপ্তার করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতের নাম গৌড় দাস। তার বাড়ি শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ফুলবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তি পাড়া এলাকায়।

কোচবিহার থেকে পিকআপ ভ্যানের গোপন চেম্বারে গাঁজা নিয়ে বিহারের উদ্দেশে যাচ্ছিল বলে জানা গেছে । নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শান্তি পাড়া এলাকায় গৌর দাসের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে ১০ সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠান হয় ।

কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা দপ্তর

কোচবিহার: দীর্ঘ সময় ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা কার্যালয় হিসেবে পরিচিত ছিল কোচবিহার শহরের মা ভবানী মোড় এলাকার অফিসটি। কিন্তু অতি সম্প্রতি ওই দলীয় কার্যালয়ের সামনে জেলা পার্টি অফিসের বোর্ড সরিয়ে নানাবিধ কারণে ৮ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির অফিস করা হয়। এদিকে জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ। শহরের কোথায় বসে দলীয় কার্যকলাপ চালাবেন, তা নিয়ে ধন্দে পরেন তিনি। গোষ্ঠী কোন্দলের আশঙ্কায় তিনি প্রাক্তন জেলা সভাপতির বাড়ির অফিস থেকে দলীয় কাজকর্ম করবেন না বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। কেননা তার আগের জেলা সভাপতি পার্থ প্রতিম রায় দল পরিচালনা করতেন তার বাড়ির অফিস থেকেই। সম্প্রতি শহরের ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের গোলবাগান এলাকার একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে নিজের কার্যালয় খোলার ঘোষণা করেন গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। আট তারিখে তারই আনুষ্ঠানিক সূচনা হল বলে জানা গিয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার তাবড় তৃণমূল নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা। গীরিন্দ্র বাবু জানিয়েছেন, সপ্তাহে মোটামুটি তিনদিন করে এই অফিসে বসে দল পরিচালনা করবেন তিনি।

দিনহাটায় আইনের শাসন ফেরাতে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ

দিনহাটা: বিধানসভা নির্বাচনের পরে দিনহাটা মহকুমার জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আসতে শুরু করে। আর তা নিয়ে উত্তাল থাকে বিভিন্ন এলাকা। গিতালদহ সহ বিভিন্ন এলাকায় দুষ্কৃতীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। সম্প্রতি দিনহাটার নারায়ণগঞ্জে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয় একজন। একাধিক ব্যক্তিকে দুষ্কৃতীদের ছোড়া তীর লাগে। ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসে পুলিশ। ত্রিশের বেশি দুষ্কৃতীকে ঘটনার রাতেই গ্রেপ্তার করে দিনহাটা থানা। গিতালদহ জুড়ে চলে প্রতিদিনই তারা পুলিশি তল্লাশি। পুলিশের সক্রিয়তার কারণে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্থানীয়রা। একাধিক দুষ্কৃতী গ্রেফতার হওয়ায় আর বড় কোন গন্ডগোলের ঘটনা ঘটেনি এরপর। ইতিমধ্যেই এলাকাছাড়া হয়েছে দাগে দুষ্কৃতীরা। গ্রেপ্তারের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে ওই ঘটনায় অভিযুক্ত অন্যান্যরাও।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে পঞ্চাশের বেশি দুষ্কৃতী জড়িত ছিল। ঘটনায় জড়িত থাকার একাধিক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া গেছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে বাকিদের শনাক্ত করা হচ্ছে। প্রতিদিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করার জন্য রাতের বেলা বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে। স্পর্শ কাতর এলাকায় পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে। একাধিক দুষ্কৃতীরা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ায় তাদের খুঁজে আনতে ভিন রাজ্যে অভিযান চালানো হচ্ছে। জেলা পুলিশ সুপার সুমিত কুমার বলেন, কোনরকম অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না। সকল দুষ্কৃতী কে এই গ্রেপ্তার করা হবে।

কুকুর-বিড়াল ছানা সহ গ্রেপ্তার ১

জলপাইগুড়ি: গাড়িতে তল্লাশি চালানোর সময় বেশ কিছু কুকুর ও বিড়ালের ছানা সহ গাড়ি এবং চালককে গ্রেফতার করল জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। জানা গেছে, গাড়িটি পাঞ্জাব থেকে নাগাল্যান্ড যাচ্ছিল। ছানাগুলির বৈধ কাগজ দেখাতে না পরায় গাড়ির চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। এবিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার দেবর্ষি দত্ত জানান, তল্লাশি চালানোর সময় ১৫ টি কুকুরের বাচ্চা সহ ৮ টি বিড়ালের বাচ্চা একটি ছোট গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় গাড়ির চালকসহ সেগুলিকে আটক করা হয়েছে। কোর্ট থেকে অনুমতি পাওয়ার পর এই ছানাগুলোকে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। তিনি আরও জানান, উদ্ধার হওয়া ছানাগুলো সবই বিদেশি। ডোবারম্যান, গোল্ডেন রেড রিভার, রড হুইলার সহ বিভিন্ন প্রজাতির।

বি-প্লাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পেল মালদা কলেজ

মালদা: ন্যাকের মূল্যায়নের স্বীকৃতির শংসাপত্র হাতে পেল মালদা কলেজ। ন্যাশনাল অ্যাসেসমেনট অ্যান্ড অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল বা ন্যাকের বিচারে বি প্লাস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সম্মান পেল মালদা কলেজ। কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম কলেজ হিসাবে এই স্বীকৃতি পেল মালদা কলেজ। উল্লেখ্য, ১ এবং ২ এপ্রিল ন্যাকের একটি প্রতিনিধিদল মালদা কলেজে পরিদর্শনে আসেন। কলেজের পড়াশোনা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দিক খুঁটিয়ে দেখেন ন্যাকের পরিদর্শকরা। এরপরই ন্যাকের তরফ থেকে মালদা কলেজকে এই সম্মান দেওয়া হয়।

উত্তরবঙ্গে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার উদ্যোগ

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে রাজ্য জুড়ে নতুন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হচ্ছে। এজন্য প্রায় গোটা রাজ্যে ৪,৬৬১টি নতুন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হবে। এগুলির মধ্যে ২০০টি শহর এলাকায় এবং ৪,৪৬১টি গ্রামীণ এলাকায় তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তাবায়িত করতে প্রতি আর্থিক বছরে এক হাজার করে নতুন উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হবে। রাজ্য ক্যাবিনেটেও সিদ্ধান্তটি পাশ হয়ে গিয়েছে ।তবে উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র বাড়ানো হলেও নার্স সহ পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের অভাব থাকায় কারা সেখানে পরিষেবা দেবে তা নিয়ে একটা বড় প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের জনস্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক ডা:সুশান্ত রায় বলেন, গ্রামবাংলার স্বাস্থ্য পরিষেবাকে তৃণমূলস্তরে পৌঁছে দিতেই এই পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, নানাদিক খতিয়ে দেখে ব্লকের কোথায় কত উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রর প্রয়োজন তা ঠিক করা হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, মালদায় ২৮০টি, উত্তরদিনাজপুরে ১৫০, জলপাইগুড়িতে ১৪৯, কোচবিহারে ১৪৮, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত তিনটি ব্লক মিলিয়ে ৬৮, আলিপুরদুয়ার ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ৬৭টি, দার্জিলিং জিটিএ এলাকায় ৩৯ এবং কালিম্পংয়ে ১৫টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করা হবে।

উপনির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করলো নির্বাচন কমিশন

কলকাতা: রাজ্যে শুধু মাত্র ভবানীপুর কেন্দ্রে উপ নির্বাচন হচ্ছে। প্রাথী মৃত্যুর কারনে পিছিয়ে যাওয়া সমশের গঞ্জ ও জঙ্গীপুরে ৩০ সেপ্টেম্বর ভোট হবে। ৩রা অক্টোবর ফলাফল ঘোষণা হবে। তবে দিনহাটা সহ বাকি বিধায়ক হীন বিধানসভা গুলির উপনির্বাচনের দিনক্ষণ জানানো হয়নি। এই কারনে হতাশ দিনহাটার বাসিন্দারা। করোনার তৃতীয় ঢেউ য়ের শঙ্কার মধ্যেও নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। করোনা বিধি মেনেই ভোট হবে। তবে বাকি আসন গুলিতে ভোট না হওয়াতে খুশি নয় অনেকে। কোনো বিধানসভার

বিধায়ক পদ শূন্য হলে ছয় মাসের মধ্যে ভোট করানো সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা। কিন্তু এবারে করোনা পরিস্থিতিতে সেই সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়ক না হওয়াতে উপ নির্বাচন জরুরী ছিল। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে বিধায়ক হতে না পারলে ইস্তফা দিতে হবে তাঁকে। আর নির্বাচন কমিশন ভোটের দিনক্ষণ না ঘোষণা করলে বিধায়ক হওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এই সংবিধানিক সংকট কাটাতে ভবানিপুরে উপনির্বাচন ঘোষণা করলো কমিশন। দিনহাটার বিধায়ক পদ থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের ইস্তফা দেওয়াতে এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন জরুরী। করোনার কথা মাথায় রেখে এখনো এর দিনক্ষণ ঘোষণা হয়নি। বিধায়ক না থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সাধারণ মানুষদের। দ্রুত সুরাহা করা উচিত এই সমস্যার।

শিলিগুড়ি কলেজে বিনামূল্যে ভ্যাকসিনেসন ক্যাম্প

শিলিগুড়ি: সংক্রমণের হার এখন অনেকটাই কম তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা সাবধানতা বজায় না রাখলে খুব শীঘ্রই আছড়ে পড়তে পারে তৃতীয় ঢেউ। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দেশের অধিকাংশ মানুষের টিকাকরণে তৎপর হয়েছে বিভিন্ন রাজ্য। পাশাপাশি সংক্রমণের প্রথম থেকেই ছাত্র-ছাত্রীদের কথা ভেবে বন্ধ রাখা হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তাই যত দ্রুত সম্ভব শিক্ষার্থীদের ভ্যাকসিন দিয়ে যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার ব্যবস্থা করা যায় সে দিকেও নজর রাখা হচ্ছে। ৮ সেপ্টেম্বর শিলিগুড়ি পৌর নিগমের উদ্যোগে শিবিরটির আয়োজন করা হয়। এদিন কলেজে ২৫০ করে দুটি বিভাগে মোট ৫০০ জন শিক্ষার্থীদের ভ্যাকসিনেশন দেওয়া হয়। টিকাকরণের জন্য এদিন কলেজ প্রাঙ্গনে লক্ষ্য করা যায় শিক্ষার্থীদের লম্বা লাইন। এদিন এই শিবিরের উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পৌর নিগমের প্রশাসক মন্ডলীর চেয়ারম্যান গৌতম দেব। শুধু শিলিগুড়ি কলেজ নয় শহরের আরো বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও আয়োজন করা হয়েছে টিকাকরন শিবিরের।

অ্যামাজন পে ইউপিআই

কলকাতা: অ্যামাজন পে-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমানে তাদের ৫ কোটি গ্রাহক অ্যামাজন পে ইউপিআই ব্যবহার করছেন। এই সাফল্য উদযাপনের জন্য অ্যামাজন পে সেপ্টেম্বর মাস জুড়ে প্রতিদিন অ্যামাজন পে ইউপিআই ব্যবহারকারী গ্রাহকদের পুরস্কার দেবে।

গ্রাহকরা অ্যামাজন অ্যাপ ব্যবহার করে ২ কোটি লোকাল শপে পে করেন যেকোনও ইউপিআই কিউআর কোড স্ক্যান করে। গত একবছরে ৭৫ শতাংশ অ্যামাজন ইউপিআই ব্যবহারকারী গ্রাহকরা টিয়ার ২ ও টিয়ার ৩ শহরগুলির বাসিন্দা। লোকাল শপ ছাড়াও গ্রাহকরা অ্যামাজন অ্যাপের অ্যামাজন পে ব্যবহার করে তাদের ফোন ও ডিটিএইচ রিচার্জ করতে, কনট্রাক্টদের কাছে টাকা পাঠাতে, বাড়ির সাহায্যকারীদের বেতন দিতে বা অ্যামাজন-ডট-ইনে শপিংয়ের টাকা মেটাতে পারেন।

গ্রাহকরা অ্যামাজন পে ইউপিআই ব্যবহার শুরু করতে পারেন অ্যামাজন অ্যাপ খুলে অ্যামাজন পে ভিজিট করে তাদের ইউপিআই অ্যাকাউন্ট চালু করার মাধ্যমে।

অ্যামাজন সুপার ভ্যালু ডেজ চলছে

মুম্বাই: অ্যামাজন-ডট-ইনে চলছে 'সুপার ভ্যালু ডেজ'। আর সেইসঙ্গে গ্রোসারি, গৃহস্থালীর নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, প্যাকেজড ফুড, পার্সোনাল, বেবি ও পেট কেয়ার এবং অন্যান্য পণ্যের সম্ভারে দেওয়া হচ্ছে ৪৫ শতাংশ অবধি ছাড়। সুপার ভ্যালু ডেজ চলবে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এই সময়কালে অংশগ্রহণকারী বিক্রেতারা দাম ও অফারের নানা সুবিধা-সহ সহজ ও দ্রুত ডেলিভারির ব্যবস্থা করবেন।

সুপার ভ্যালু ডেজ চলাকালীন গ্রাহকরা ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এসবিআই ক্রেডিট কার্ডে কমপক্ষে ২৫০০ টাকার কেনাকাটায় অতিরিক্ত ১০ শতাংশ ছাড় পাবেন। আই সি আই সি আই ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডেও এই সুবিধা মিলবে। নতুন গ্রাহকরা গ্রোসারির অর্ডারে ফ্ল্যাট ১৫০ টাকা ব্যাক পাবেন।

নিসান ৩২০৯-বিক্রিতে সাফল্য নিসানের

গৌহাটি: নতুন নিসান ম্যাগনাইটের সফল লঞ্চের কথা মাথায় রেখে আগস্ট ২০২১-এর জন্য ৩২০৯ যানবাহনের পাইকারি ঘোষণা করল নিসান ইন্ডিয়া। উল্লেখ্য, ৩২০৯ নিসান গার্হস্থ্য পাইকারি এবং ডাটসান পরিসীমার জন্য আগস্ট ২০২০তে ৮১০ ইউনিট সঙ্গে ২৯৬% বৃদ্ধি।

সদ্য চালু হওয়া নতুন নিসান ম্যাগনাইট, সর্বকালের সেরা মডেল হওয়ায় ক্রমবর্ধমান অর্থাৎ ৬০,০০০-এর বেশী বুকিং সহ গ্রাহকদের তরফ থেকে অসাধারণ সাড়া পেয়েছে। কারণ নিসান ম্যাগনাইটের সর্বনিম্ন-শ্রেণীর রক্ষণাবেক্ষণের খরচ ৫০,০০০ কিলোমিটারের জন্য মাত্র ৩০ পয়সা/ কিমি। এছাড়া নিসানের সার্ভিস নেটওয়ার্কের মধ্যে রয়েছে নিসান কস্ট ক্যালকুলেটর, নিসান 'বুক এ সার্ভিস' এবং নিসান 'পিক-আপ অ্যান্ড ড্রপ-অফ' পরিষেবা। নিসান রোডসাইড অ্যাসিস্ট্যান্স গ্রাহকদের সাহায্য করার জন্য ২৯টি রাজ্য এবং ১৫০০+ শহরে ২৪X৭ বহুভাষিক কল সেন্টার রয়েছে। নিসান মোটর ইন্ডিয়া লিমিটেডের পরিচালক রাকেশ শ্রীবাস্তব বলেন, আমরা আশা করি যে এই চ্যালেঞ্জটি আগামী মাসগুলিতেও চলবে। আরও বেশি নিসান ম্যাগনিটেটোকাস্টোমার সরবরাহের চেষ্টায় আমরা সাপ্লাই চেইনের সাথে কাজ চালিয়ে যাচ্ছি যাতে গ্রাহকরা এসইউভি-র পরিবর্তনকারী খেলা উপভোগ

স্মার্ট টিভির জন্য কুলিটা ওমস

কলকাতা: স্মার্ট টিভি, সিস্টেম আর-অ্যান্ড-ডি ও কনটেন্ট অপারেটিং সিস্টেমের লিডিং প্রোভাইডার কুচা লঞ্চ করল তাদের ব্র্যান্ডের প্রথম সেলফ-ডেভেলপড স্মার্ট টিভি অপারেটিং সিস্টেম (ওমস) কুলিটা ওএস। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি পাওয়া যাবে সাউথ-ইস্ট এশিয়ার ভারত, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনামে।

কুলিটা ওএস একটি লাইট ওয়েব ওএস, যা তৈরি হয়েছে লাইনাক্স কার্নেল ভিত্তিতে। লাইটার, স্মুথার ও কনভিনিয়েন্ট স্মার্ট টিভি এক্সপিরিয়েন্স প্রদানের জন্য কুলিটা ওএস ১.০-তে রয়েছে একাধিক এন্টারটেনমেন্ট অপশন ও অ্যাপ্লিকেশন। কুচার টেকনোলজি সমৃদ্ধ এক্সক্লুসিভ সিসি কাস্ট থাকায় ইউজাররা কোনও কনটেন্টকে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস থেকে টিভি স্ক্রিনে নিতে পারেন। এজন্য কোনও ইন্টারনেট বা ওয়াই-ফাই কানেকশন প্রয়োজন হবেনা, শুধু টিভি থেকে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের (ল্যান) সঙ্গে কানেক্ট করলেই হবে।

কুলিটা ওএস ১.০ যুক্ত বিশ্বের প্রথম স্মার্ট টিভি হিসেবে কুচা এনেছে এস৩ইউ প্রো টিভি, যাতে রয়েছে ৩২ ইঞ্চি ডাইরেক্ট ভিউ এলইডি স্ক্রিন। ১৬:৯ স্ক্রিন রেশিয়ো-সহ এতে রয়েছে পাঁচটি পিকচার মোড, স্ট্যান্ডার্ড, ভিভিড, গেম, মুভি ও স্পোর্টস। কুচা এস৩ইউ প্রো ফ্লিপকার্টে পাওয়া যাচ্ছে ১৪,৯৯৯ টাকায়। ৪ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর ফ্লিপকার্টে কুচা এস৩ইউ প্রো পাওয়া যাবে বিশেষ প্রারম্ভিক মূল্য ১২,৯৯৯ টাকায়।

গুয়াহাটিতে অ্যামাজনের নতুন ডেলিভারি স্টেশন

শিলিগুড়ি: আসামের গুয়াহাটিতে একটি নতুন ডেলিভারি স্টেশন চালু করল অ্যামাজন ইন্ডিয়া। ১০,০০০ বর্গফুট এলাকাজুড়ে অবস্থিত এই ডেলিভারি স্টেশন অ্যামাজনের ডেলিভারি নেটওয়ার্ককে আরও প্রসারিত করবে। এরফলে শুধু গুয়াহাটি শহর নয়, সোনাপুর, হাতিগাঁও, বেলতলা ও আমবাড়ির মতো এলাকাগুলিতেও দ্রুত ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব হবে। নতুন ডেলিভারি স্টেশন চালু করার মাধ্যমে অ্যামাজন একদিকে যেমন প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে ডেলিভারি প্রদান নিশ্চিত করছে, তেমনই স্থানীয় স্তরে কর্মসংস্থানের সুযোগও বৃদ্ধি করছে।

অ্যামাজন ইন্ডিয়া জানিয়েছে, চলতি বছরে তারা উত্তরপূর্বাঞ্চলে অ্যামাজনের নিজস্ব ও পার্টনার-চালিত ৮টি নতুন ডেলিভারি স্টেশন চালু করেছে, যার ফলে মরিগাঁও, ডিফু, বীরপুরিয়া ও করিমগঞ্জের মতো শহরগুলিতে ডেলিভারি প্রদান সহজতর হয়েছে। ডেলিভারি নেটওয়ার্ক প্রসারনের ফলে এই অঞ্চলের ছোটো শহরগুলির গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো যাচ্ছে এবং একদিন বা দুইদিনেই ডেলিভারি দেওয়া যাচ্ছে। বিগত বছরগুলিতে অ্যামাজন উত্তরপূর্ব ভারতের ৮টি রাজ্যে তাদের উপস্থিতি মজবুত করতে পেরেছে। বর্তমানে অ্যামাজনের নিজস্ব ও ডেলিভারি সার্ভিস পার্টনার-চালিত ৬৫টি কেন্দ্র রয়েছে এই অঞ্চলে, যেগুলির মাধ্যমে ৩৮০টিরও বেশি পিনকোড এলাকায় সরাসরি ডেলিভারি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

অ্যামাজনের প্রথম ক্যারিয়ার ডে

মুম্বাই: আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর ভারতে প্রথম ক্যারিয়ার ডে পালনে উদ্যোগী হয়েছে অ্যামাজন। এই ভার্চুয়াল ও ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইভেন্টে অ্যামাজনের কর্মকর্তা ও কর্মীরা একযোগে জানাবেন অ্যামাজন কীভাবে একটি সুন্দর কর্মস্থল হয়ে উঠেছে এবং এখানে কাজের অভিজ্ঞতা কেমন। অ্যামাজন জানিয়েছে তারা এখন দেশের ৩৫টি শহরে ৮০০০-এরও বেশী প্রত্যক্ষ কর্মসংস্থানের জন্য নিয়োগ প্রক্রিয়া চালাচ্ছে। ক্যারিয়ার ডে উপলক্ষে অ্যামাজনের সিইও অ্যান্ডি জ্যাসসি তাঁর নিজের ক্যারিয়ার এক্সপিরিয়েন্স জানাবেন ও কর্মপ্রার্থীদের পরামর্শ দেবেন। উদ্বোধনী ভাষণ দেবেন

অ্যামাজনের গ্লোবাল সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও অ্যামাজন ইন্ডিয়ার কান্ট্রি হেড অমিত আগরওয়াল। প্যানেল ডিসকাসনে অংশ নেবেন রাঘব রাও (অ্যামাজনের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ফাইনান্স ও ইন্ডিয়া সিএফও), পুণীত চান্দক (প্রেসিডেন্ট, কমার্সিয়াল বিজনেস, এডব্লুএস ইন্ডিয়া অ্যান্ড সাউথ এশিয়া, এআইএসপিএল) ও মহেন্দ্র নেরুরকর (সিইও, অ্যামাজন পে ইন্ডিয়া)। অ্যামাজনে নানাধরণের কাজের সুযোগ বিষয়ে বলবেন অখিল সাক্সেনা (ভাইস-প্রেসিডেন্ট, কাস্টমার ফুলফিলমেন্ট অপারেশনস, এপিএসি, এমইএনএ অ্যান্ড এলএটিএএম)। ক্যারিয়ার ডে উপলক্ষে ১৪০ জন অ্যামাজন রিক্রুটার ২০০০ ফ্রী, ওয়ান-অন-ওয়ান ক্যারিয়ার কোচিং সেশন চালাবেন কর্মপ্রার্থীদের সঙ্গে নিয়ে।

রোমান জুয়েলারি ব্র্যান্ড বুলগারি'র মঙ্গলসূত্র

কলকাতা: নিজস্ব গ্লোবাল ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর প্রিয়াঙ্কা চোপরা জোনাসের মাধ্যমে সুপরিচিত রোমান জুয়েলারি ব্র্যান্ড বুলগারি এবার শুধুমাত্র ভারতের জন্য নিয়ে এসেছে বুলগারি মঙ্গলসূত্র।

১৮ ক্যারাট ইয়েলো গোল্ডের সঙ্গে কালো গোমেদ ও ডায়মন্ড দিয়ে তৈরি বুলগারি মঙ্গলসূত্র ঐতিহ্য ও পবিত্রতার সঙ্গে সমকালীন স্টাইলিশ জুয়েলারির সংমিশ্রণ ঘটিয়েছে, যা আধুনিক যুগের বধূর আশার প্রতীক হয়ে উঠেছে। রোমান উৎসের প্রেরণা নিয়ে ও ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে বুলগারি এই ইয়েলো গোল্ড নেকলেস তৈরি করেছে, যা ট্রাডিশন ও মডার্নিটির এক নিঁখুত বিবাহবন্ধন।

সেপ্টেম্বর মাসে লঞ্চ হওয়া ভারতের জন্য এক্সক্লুসিভ এই মঙ্গলসূত্র পাওয়া যাবে ৩,৪৯,০০০ টাকায় বুলগারির নতুন দিল্লি বুটিক ও www.bulgari.com থেকে।

মেডিকা ক্যান্সার হসপিটালে হ্যালসিয়ন মেশিন

আগরতলা: মেডিকা ক্যান্সার হসপিটালে চালু হল হাই-এন্ড রেডিয়োথেরাপি মেশিন 'হ্যালসিয়ন', যার সঙ্গে রয়েছে ইমেজ-গাইডেড রেডিয়েশন থেরাপি ও ইন্টেনসিটি-মডিউল্ড রেডিয়েশন থেরাপি। দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চলে ক্যান্সার চিকিৎসার উপযুক্ত ব্যবস্থার ঘাটতি মেটাতে মেডিকা ক্যান্সার সেন্টার নানারকম আধুনিক প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা চালু করেছে, যার অন্যতম হল হ্যালসিয়ন মেশিনের অন্তর্ভুক্তি। এরফলে মেডিকা শুধু উত্তরপূর্ব ভারতের জন্য নয়, প্রতিবেশী দেশগুলির জন্যও সেরা চিকিৎসাকেন্দ্র হয়ে উঠলো।

মেডিকা গ্রুপ অফ হসপিটালস ও ফিকি (ঋওঈঈও) হেলথ সার্ভিসেস কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ অলোক রায় জানান, দেশের অধিকাংশ উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য এবং প্রতিবেশী নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও মায়ানমারের স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো ক্যান্সার চিকিৎসার পক্ষে সেরকম উন্নত নয়। তাঁর আবেদন, মানুষ যেন ক্যান্সারকে অবহেলা না করে বেশি দেরী হয়ে যাওয়ার আগেই চিকিৎসার আওতায় আসেন।

হ্যালসিয়ন রেডিয়েশন থেরাপি সিস্টেমের থেরাপির লক্ষ্য হল টিউমারের পাশের সুস্থ টিস্যুগুলি যেন আর ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আগেকার রেডিয়েশন থেরাপির তুলনায় এই আধুনিক চিকিৎসা এটা নিশ্চিত করে যে চিকিৎসা যেন কয়েকটি ধাপেই সমাপ্ত হয়। ইন্টেলিজেন্ট অটোমেশনের ব্যবহারে এই থেরাপি চিকিৎসার সময়কাল হ্রাস করে ও রোগীর পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হয়। অনুষ্ঠানের বিষয়ে কথা বলার সময়, মেডিকা ক্যান্সার হাসপাতালের পরিচালক ড. সৌরভ দত্ত বলেন, "মেডিকা ক্যান্সার হাসপাতালে এখানে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে আসবে যাতে এই অঞ্চল এবং নিকটবর্তী প্রতিবেশী রাজ্যের লোকদের চিকিৎসার জন্য অন্য রাজ্যে যেতে না হয়। আমরা এই সমস্ত চিকিৎসা সাশ্রয়ী মূল্যে অফার করব যা মানুষের জন্য উপকারী হবে"। হ্যালসিয়ন সিস্টেমের একাধিক সুবিধার মধ্যে রয়েছে অটোমেটেড ট্রিটমেন্ট, রোগীর পক্ষে আরামদায়ক, অনকোলজি টিমের ব্যবহারের পক্ষে সহজ, 'অ্যাক্সিলারেটেড ইনস্টলেশন টাইমফ্রেম'। হ্যালসিয়ন সিস্টেমের উদ্ভাবনী ডিজাইনের কারণে তা ক্লিনিসিয়ানদের পক্ষে দ্রুত চিকিৎসার সুযোগ দেয়।

চেয়ারম্যান মেডিকা গ্রুপ অব হসপিটালস এবং চেয়ার ফিকি হেলথ সার্ভিসেস কমিটির সদস্য ডা: অলোক রায় বলেন, মেডিকা গ্রুপ অব হসপিটালস, প্রযুক্তির অগ্রগতির ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রগামী। মেডিকা ক্যান্সার হাসপাতাল সর্বদা উত্তর-পূর্ব এবং বাকি ভারতে ক্যান্সারের মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। কেবল ভারত থেকে নয়, প্রতিবেশী দেশের অর্থাৎ কাছেও প্রদানের ক্ষেত্রে একটি অগ্রগামী রয়েছে নেপাল, ভুটান এবং বাংলাদেশেও অত্যাধুনিক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে মেডিকা গ্রুপ অব হসপিটালস অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছে। ডা. রায় আরও জানান, হ্যালসিওন রেডিয়েশন থেরাপি সিস্টেম, রোগীকে উন্নত চিকিৎসার আশ্বাস দেয় যাতে আমাদের অনকোলজি টিম দক্ষতার সাথে চিকিৎসা প্রদান করতে পারে।

পূজ্য মোরারি বাবুর ৮৬৫তম রামকথা দার্জিলিঙে শুরু হচ্ছে ১১ সেপ্টেম্বর

দার্জিলিং: পূজ্য মোরারি বাবুর ৮৬৫তম রামকথা দার্জিলিঙের জিমখানা ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে ১১-১৯ সেপ্টেম্বর। শিবালিক পর্বতমালায় অবস্থিত এই শহর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে পরিচিত। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি বিবেচনা করে, এই অনুষ্ঠানে খুব সীমিতসংখ্যক আমন্ত্রিত অতিথিরা অংশগ্রহণ করতে পারবেন। রামকথা চলবে ১১ সেপ্টেম্বর বিকেল ৪টা থেকে ৬টা এবং ১২-১৯ সেপ্টেম্বর, সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১.৩০টা। এই কথা-র সরাসরি সম্প্রচার দেখা যাবে আস্থা চ্যানেল ও চিত্রকূটধাম তালগাজর্দা ইউটিউব চ্যানেলে।

সারানো রাসমেলা ময়দানের ভাঙ্গা প্রাচীর

কুণাল অধিকারী, কোচবিহার: গতবছর মুখ্যমন্ত্রীর কোচবিহার সফরের সময়ে ভাঙ্গা হয়েছিল কোচবিহার রাসমেলা ময়দান সংলগ্ন স্টেডিয়ামের প্রাচীর। গতবছর রাসমেলার সময় মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে সাংস্কৃতিক মঞ্চ পর্যন্ত যাতে তার গাড়িটি যেতে অসুবিধা না হয়, সেজন্য স্টেডিয়ামের উত্তর-পূর্ব দিকের প্রাচীন বেশ কিছুটা অংশ ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। অর্ধেক বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরে প্রশাসনের মাথায় আসে সেটির মেরামতির কথা। এতদিন কেন সংস্কার হয়নি বা করা হয়নি তা নিয়েও নানা প্রশ্ন ওঠে। এমনকি স্টেডিয়াম উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে থাকলেও পৌরসভার ছিল না কোনো হেলদোল। দেখা যেত সেই ভাঙা অংশ দিয়ে বাইক,গাড়ি ইত্যাদি যানবাহনের মাঠে প্রবেশ। তাছাড়াও মাঠে দেখা যেত বিভিন্ন ভবঘুরে এবং খেলতে আসা লোকেদের ব্যবহৃত আবর্জনার স্তূপ। মাঝে বছরের প্রথম দিকে সেই ভাঙা অংশটি বাঁশের বেড়া দিয়ে আটকানো হয়। কিন্তু মাসখানেক যেতে না যেতেই সেই বেড়াও খুলে পড়ে যায়।

কিন্তু বর্তমানে অপেক্ষায় অবসান। পৌরসভার পক্ষ থেকে শুরু হয় দেওয়াল তোলার কাজ। দেরিতে হলেও সেই কাজে এখন খুশি কোচবিহারের, বিশেষ করে ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজন।

অনুষ্ঠিত হল জয়গাঁও উন্নয়ন পর্ষদের প্রথম বোর্ড মিটিং

আলিপুরদুয়ার: ৮ সেপ্টেম্বর জয়গাঁও উন্নয়ন পর্ষদের নতুন বোর্ডের প্রথম বোর্ড মিটিং অনুষ্ঠিত হল জয়গাঁও উন্নয়ন পর্ষদেও কার্যালয়ে। পর্ষদের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান গঙ্গা প্রসাদ শর্মার পৌরাহিত্যে এই মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক সহ উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের সমস্ত সদস্য।

উল্ল্যেখ, আগে শুরু হওয়া উন্নয়ন মূলক কাজ গুলো দ্রুত শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই মিটিংয়ে। এছাড়া বেশ কিছু নতুন উন্নয়নের কাজের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। প্রায় পঞ্চাশটি

ড্রেনসহ পাকা রাস্তা ও তিনটি সেতুর কাজের পরিকল্পনা এদিন নেওয়া হয়েছে। বাস টার্মিনাসের কাজেরও গতি আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।এই বাস টার্মিনাসের কাজ সম্পূর্ণ করতে আরো প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচ হবে বলে জানা গেছে। জয়গাঁও উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান গঙ্গা প্রসাদ শর্মা বলেন, মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আগে শুরু হওয়া কাজগুলো তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে। এছাড়া বেশ কিছু নতুন কাজ করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে জয়গাও বাস টার্মিনাসের বাকি থাকা তিরিশ শতাংশ কাজ আমরা আগে তাড়াতাড়ি শেষ করবো।

কারচুপি বন্ধ করতে শিলিগুড়ি পুরনিগমের গাড়ীতে জিপিএস

শিলিগুড়ি: ৭ সেপ্টেম্বর জি পি এস সিস্টেমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান গৌতম দেব। অনেকদিন ধরেই শিলিগুড়ি পুরনিগমের ব্যাবহার করা গাড়ীতে কারচুপির অভিযোগ উঠছিল।তা দূর করতেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এর ফলে অনেকটাই কমে যাবে গাড়ি নিয়ে কারচুপি ।উল্লেখ্য, বাম আমলেও গাড়ির তেল বা অন্যান্য আনুসাঙ্গিক বিষয়ের উপর কারচুপির অভিযোগ আনা হয়। সমস্যার সমাধান নিয়ে নানান উদ্যগের কথা বলা হলেও তা বাস্তবায়িত হয়নি। এই গাফিলতির সুযোগ নিয়ে গাড়ির তেল বা অন্যান্য বিষয়ের কারচুপি প্রায় লাগাম ছাড়া পর্যায় চলে যায়। তবে এবার আর কোন রকম কারচুপি বরদাস্ত করবে না বর্তমান শিলিগুড়ি পুরনিগমের ভারপ্রাপ্ত পুর প্রশাসক বোর্ড । সমস্যা মেটাতে পুরনিগমের কাজে ব্যবহৃত ৮০টি গাড়িতে বসানো হল জি পি এস সিস্টেম। এখন থেকে পুরনিগমের এই গাড়ি গুলি কোথায় কি কাজ করছে তা ঘরে বসে জানতে পারবে পুরনিগম ।কমানো যাবে অর্থেও অপচয়।

দল বিরোধী কাজের অভিযোগে শোকজ দুই তৃণমুল নেতার

কোচবিহার: দল বিরোধী কাজের জন্য তুফানগঞ্জ ২নম্বর ব্লকের রাজেশ তন্ত্রী এবং বিল্লাল হোসেনের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিশ জারি করলেন যুব তৃণমুল সভাপতি কমলেশ অধিকারী। ৮সেপ্টেম্বর কোচবিহার প্রেসক্লাব প্রাঙ্গণে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথা জানালেন তিনি। কমলেশ বাবু বলেন, দলের এই দুই ব্যক্তি ক্ষমতার অপব্যবহার করে অঞ্চল সভাপতি ঘোষণা করেছেন। যা সম্পূর্ণ দল বিরুদ্ধ।কোন ক্ষমতা বলে তারা এই কাজ করলেন সেটা জানার জন্যই রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশে তাদের শোকজ নোটিশ পাঠানো হয়েছে। শোকজের উত্তর আশানুরূপ না হলে দল তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। একইসাথে বিগত দিনের ইতিহাস ভুলে গিয়ে যুব তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস একত্রিত হয়ে কোচবিহার জেলায় সাংগঠনিক ক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দলীয় কাজকর্ম পরিচালনা করবেন বলে জানান তিনি। দলে কোন রকম গোষ্ঠী কোন্দল নেই বলেও দাবি করেন কমলেশ বাবু। তিনি বলেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয় ঠিকই কিন্তু কোন গোষ্ঠী কোন্দল তৃণমূল কংগ্রেসে নেই। আসন্ন দিনহাটা উপনির্বাচন এবং পৌরসভা নির্বাচনে দলকে শক্তিশালী করে সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার সংকল্প নিয়ে যুবশক্তি এগিয়ে যাবে।

চীনে পাচারের আগে উদ্ধার কোবরার বিষ

জলপাইগুড়ি: পাচারের ছক ছিল জলপাইগুড়ি হয়ে চিনে। কিন্তু তার আগেই তিনটি সুদৃশ্য ক্রিস্টালের জার বন্দি কোবরা সাপের বিষ সহ গ্রেফতার হল পাচারকারী। বাজেয়াপ্ত বিষের বাজার মূল্য আনুমানিক প্রায় ১৩ কোটি টাকা। ধৃত যুবকের নাম সলিন আখতার মন্ডল (৩২)। বাড়ি দক্ষিন দিনাজপুরের হিলি সীমাম্তে। জলপাইগুড়িতে হাত বদলের সময় বমাল সমেত যুবককে গ্রেফতার করে গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের কর্মীরা। বাংলাদেশ থেকে এই বিষ ভারতে ঢুকেছিল বলে প্রাথমিক তদন্তে অনুমান বন দফতরের।

১০ সেপ্টেম্বর ধৃত যুবক কে জলপাইগুড়ি আদালতে হাজির করে রিমান্ডের আবেদন জানায় বন দফতর। আদালত ৬ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে বলে

জলপাইগুড়ি আদালতের সহকারী সরকারি আইনজীবী সিন্ধু কুমার রায় জানিয়েছেন। উল্লেখ জলপাইগুড়ি তে ২০১৫ সাল থেকে একের পর এক অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমানে সাপের বিষ উদ্ধার করেছে বৈকন্ঠপুর বন বিভাগের বেলাকোবা রেঞ্জ।পাচারের ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগ প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক থেকে আন্তর্জাতিক পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত একাধিক পাচারকারী কে গ্রেফতার করে বন দফতর। পরবর্তী কয়েক বছর বিষ পাচারের ঘটনা সামনে না এলেও পাচারকারীরা যে হাত গুটিয়ে বসে নেই এদিনের গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের অভিযান সে কথাই প্রমান করে।

এদিন সকালে গরুমারা বন্যপ্রাণী বিভাগের কাছে খবর আসে জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন ৭৩ মোড় এলাকায় কোবরা সাপের বিষ হাত বদল হবে। খবর পাওয়া মাত্র বন দফতরের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স অভিযানে নামে।বন দফতর সূত্রে খবর, যারা এই বিষ পাত্র হাত বদল করে নিয়ে যেতে এসেছিলো অভিযানের আঁচ পেয়ে তারা পালিয়ে যায় ।তবে পাচারে ব্যবহৃত একটি বিএমডব্লিউ গাড়ি চিহ্নিত করেছে বন দফতর। এই গাড়ি তে পালিয়ে যায় দুই পাচারকারী। তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বন দফতর।

প্রাথমিক তদন্তে অনুমান, হিলি সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে এই বিষ ভারতে প্রবেশ করে। বিষ পাত্রের গায়ে লেখা রয়েছে ফ্রান্সের রেড ড্রাগন কোম্পানির নাম। বন দফতরের এক আধিকারিক জানান, এর আগে যে কয়েকটি সাপের বিষের জার উদ্ধার হয়েছে সবকটি জারের গায়েই রেডড্রাগন কোম্পানির লেবেল সাটা ছিল। পাচারকারীরা ফ্রান্স থেকে অবৈধ পথে বাংলাদেশে আনার পর ভুটান, নেপাল,চিনের মতো দেশে পাচারের জন্য জলপাইগুড়ি কে করিডর হিসেবে ব্যবহার করছে। ধৃত যুবকের কাছ থেকে তিন জার বন্দি বিষ ছাড়াও কোবরা সাপের ছবি সহ ক্যাটালগ উদ্ধার হয়েছে।

প্রথম পাতার পর

চাই সর্বজন গ্রহণযোগ্য নেতা...

বিশ্লেষকেরা। একই ভুল কওে হারানো জমি ফিরে পাওয়া তো দুরের কথা বরং সবদিক থেকেই রিক্ত হয়েছে একদা প্রভাবশালী সিপিএম। দুর্ভাগ্য একটি অদ্ভুত ধারণার বশবর্তী হয়ে নেতা নির্বাচনের, নেতা বানানোর এই প্রচেষ্টা চলছেই কিন্তু ইতিহাস বলে নেতা উঠে আসেন কেবলমাত্র জনগণের মধ্য থেকে। পদ দান বা পদে বসিয়ে জাতপাত বা পাওনাগণ্ডার ভিত্তিতে নেতা বানালে সেই খেসারত আখেরে দিতে হয় সেই রাজনৈতিক দলকেই।

এমনকি ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেসও একই ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়কে সহজেই এই পথে তুষ্ট করা যাবে ভেবে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছেন। ফলে দুর্বল হচ্ছে সংগঠন, দল বিচ্ছিন্ন হচ্ছেন জনগণের থেকে। যার ফল হবে মারাত্মক এবং সুদুরপ্রসারী। অতি দ্রুত সম্ভব এই ভুল শুধরে সর্বজন গ্রহণযোগ্য নেতাদের নেতৃত্বে আস্থা রাখলে আমরা ফিরে পাবো সঠিক পথ। শেষ হবে হিংসার রাজনীতি। এতে আখেরে লাভ হবে উত্তরবঙ্গের মানুষদের।

এই বিষয়ে এখনই জনমত গড়ে তোলার সময় হয়েছে। এবং এগিয়ে আসতে হবে সর্বদলের বুদ্ধিজীবীদের। নতুবা আমরা সম্প্রদায়, ধর্ম, উদ্বাস্তু, ভূমিপুত্র ইত্যাদি শব্দের বেড়াজালে আটকে থাকবো। দক্ষ নেতৃত্বের অভাবে স্তব্ধ হবে উন্নয়ন। অবিশ্বাস ও সন্দেহের বাতাবরণে পরে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মত্ত হবে হানাহানিতে। রাজনৈতিক দলগুলোকে অতএব এই বিষয়ে আরো যত্নবান এবং ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সহজাত নেতৃত্বদের রাস্তা কে সুগম করে দিতে হবে। শুধুমাত্র একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর লোক বলেই তাকে পদাধিকার দিয়ে নেতা তৈরির প্রচেষ্টা থেকে বিরত রাখতে হবে। তাতেই হবে সঠিক উন্নয়নের পথ প্রশস্ত এবং রক্ষিত হবে ভবিষ্যতে সৌভ্রাতৃত্বের পরিবেশ ।

বহিষ্কার সার, ঠেকানো গেল না শাসক দলের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা

দিনহাটা: ১২ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য কে বহিস্কার করে দলীয় প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা রুখতে পারলো না তৃণমূল কংগ্রেস। ৯ সেপ্টেম্বর ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে তলবি সভায় হাজির হয়ে অনাস্থা পাস করে বহিস্কৃত পঞ্চায়েত সদস্যরা। ফলে ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান এর পদ থেকে অপসারিত হলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রেনুকা বিবি। সম্প্রতি ওকড়াবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে ১২ জন পঞ্চায়েত সদস্য। দলীয় অনুমতি না নিয়ে প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনায় তাদের বহিষ্কার করে তৃণমূল। ৯ সেপ্টেম্বর তলবি সভায় অনুপস্থিত হলে তাদের বহিষ্কার প্রত্যাহার করা হবে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়। কিন্তু দলের হুঁশিয়ারিকে অমান্য করে তলবি সভায় হাজির হন পঞ্চায়েত সদস্য। দলীয় প্রধানকে অপারেশন করার পর শাসকদল এখন কি পদক্ষেপ নেয় তাই দেখার অপেক্ষায় রাজনৈতিক মহল

জলপাইগুড়িতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত কিশোর

জলপাইগুড়ি: জলপাইগুড়িতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হল ১২ বছরের এক কিশোর। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে জলপাইগুড়ি পুরসভার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের বয়েলখানা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। জানা গেছে ওই এলাকার বাসিন্দা রাম চন্দ্র রজক তার ছেলে রাজা রজক ও নাতি হীরক রজক জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন।

কয়েকদিন আগে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্ত্তি হন রজক তারপর তাকে বাড়িতে নিয়ে আসা হয় । দুদিন পরে আবার সে জ্বরে আক্রান্ত হয় এবং তাকে হাসপাতালে ভর্ত্তি

করা হয়। অবশেষে টেষ্টে রজকের ডেঙ্গু ধরা পড়ে। বর্তমানে সে জলপাইগুড়ির সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এরই পাশাপাশি ওই এলাকায় আরও এক পরিবারে দুই জন শিশু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছে। বর্তমানে তাদের জ্বর কমছে ঠিকই কিন্তু এলাকায় যেহেতু এজজন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন সেই কারণে তাদের পরিবার যথেষ্টই চিন্তায় আছে। অন্যদিকে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হিরক রজকের দাদু বলেন, এখন বর্ষার মরসুম চলছে। আমাদের এলাকায় ঠিক মত মশা মারার তেল করা স্প্রে হচ্ছে না। এলাকার ড্রেনও সপ্তাহে একদিন পরিস্কার হয়। এলাকার আর এক বাসিন্দা লীলা দত্ত বলেন , পাশেই একটা বড় ড্রেন আছে। এই ড্রেনে মাছ বাজারের যত নোংরা আবর্জনা আছে সব চলে আসে। প্রতিদিন এই ড্রেন পরিস্কার হয় না। সপ্তাহে এক দিন পরিস্কার হয়, যার ফলে ডেঙ্গু অক্রন্তের সংখ্যা বাড়তে পরে বলে এলাকাবাসী আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত ফুটবলার

শিলিগুড়ি: ৮ সেপ্টেম্বর বিকেলে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল শিলিগুড়ি এক কৃতি ফুটবলারের। পুলিস সূত্ররে খবর, তার নাম আলবার্ট তির্কি(২৬)। বাড়ি শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া থানার গয়াগঙ্গা চা বাগানে। তিনি জাতীয় স্তরের গোলকিপার ছিলেন। এদিন বন্ধুর সঙ্গে স্কুটারে চেপে মালবাজারে একটি প্রতিযোগিতায় খেলার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন আলবার্ট।

ভক্তিনগর থানা থেকে কিছুটা দুরে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি গাড়ির দরজা হঠাৎই খুলে যায়। তার ধাক্কায় স্কুটার থেকে ছিটকে পড়ে যান আলবার্ট। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

দৃষ্টিহীনদের জন্য দাবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মালদা: স্পার্কের উদ্যোগে পুরাতন মালদার ঘোষ পাড়ায় চালু হল দৃষ্টিহীনদের জন্য দাবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ৬সেপ্টেম্বর বিকেলে বিশিষ্ট দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়া এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।স্পার্ক সংস্থার অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে এদিন ঘোষ পাড়া এলাকায় দাবা প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।উল্লেখ্,এতদিন মালদা জেলায় দৃষ্টিহীনদের এই ধরনের কোন শিবির ছিল না। স্পার্কের উদ্যোগে এই প্রথম দৃষ্টিহীনদের জন্য দাবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু হলো। এর ফলে এই প্রশিক্ষণ শিবিরে এখন থেকে আগ্রহী দাবাড়ুরা অংশ নিতে পারবেন। স্পার্ক সংস্থার মিডিয়া ম্যানেজার সুব্রত কর্মকার জানান, এই দাবা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শুধুমাত্র দৃষ্টিহীনরাই নয় যেকোন আগ্রহী দাবাড়ুই প্রশিক্ষণ নিতে পারবে।

টি-২০ বিশ্বকাপ দলে জায়গা হল না ঋদ্ধির

শিলিগুড়ি: ৮ সেপ্টেম্বর ঘোষিত হল বিশ্বকাপগামী ভারতীয় টি-২০ দল। চার বছর পরে টি-২০ দলে অশ্বীন জায়গা করে নিলেও সুযোগ পায়নি শিলিগুড়ির ঘরের ছেলে ঋদ্ধিমান সাহা। 'পাপালি'র টি-২০ দলে স্যোগ না পাওয়াতে হতাশ উত্তরের খেলাপ্রেমীরা। মরুর দেশ সংযুক্ত আরব আমীরশাহীতে এবারের টি-২০ বিশ্বকাপ খেলা হলে। স্পিন সহায়ক পিচে ভেলকি দেখাতে অশ্বীন কে স্যোগ দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে উইকেটের পিছনে পাপালি থাকলে আরও সুবিধা হত বলে উত্তরের ক্রিকেটপ্রেমীরা মনে করেন। বিরাট কোহলীর নেতৃত্বে ভারতীয় ক্রিকেট দল টি-২০ বিশ্বকাপ খেলবে। রোহিত শর্মা সহ

অধিনায়কত্ব করবেন। রিশব পন্থ ও ইশান্ত কিশান কে উইকেট রক্ষক হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বকাপগামী দলে স্যোগ পেয়েছেন কে এল রাহুল, সুর্য কুমাত যাদব, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা, রাহুল চাহার, আর অশ্বীন, অক্ষর প্যাটেল, বরুন চক্রবর্তী, জসপ্রীট বুমরাহ, ভুবেনেশ্বর কুমার, মহম্মদ শামী। রিজার্ভে রয়েছেন শার্দুল ঠাকুর, দীপক চাহার ও শ্রেয়শ আইয়ার।

১৭ অক্টোবর শুরু হচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপ। চির প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ২৪ অক্টোবর প্রথম ম্যাচ খেলবে ভারত। পরের ম্যাচ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে। ৩ রা নভেম্বর রশিদ খানদের মুখোমুখী হবে কোহলীরা।

তবে বিশ্বকাপ খেলার আগেই মরুর দেশে উপস্থিত হবেন ভারতীয় খেলোয়াররা। অসমাপ্ত আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলি এখানেই খেলা হবে। চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলতে ইতিমধ্যে দুবাইয়ে উপস্থিত হয়েছেন ধোনী। প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ককে টি-২০ দলের মেন্টর করা হয়েছে। আই পিএল খেলার পরে ভারতকে বিশ্বকাপ জিততে তিনি পরামর্শ দিবেন। বিরাট কোহলী যতই ভালো ক্যাপ্টেন হোন না কেন এখনো জাতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে কোনো আই সিসি ট্রফি জিততে পারেন নি। ভারতকে প্রথম টি-২০ বিশ্বকাপ জেতানো ক্যাপ্টেনের পরামর্শে সেই খরা কাটে কিনা সেটা সময়ে বলবে । তবে এই দলে ঋদ্ধিমান খেললে আরোও বেশী খুশি হত বাঙ্গালি ক্রিকেট প্রেমীরা।

প্যারালিম্পিকে উজ্জ্বল ভারত, উত্তরবঙ্গে শুধুই শূণ্যতা

শিলিগুড়ি: ১৯টি পদকসহ পদক তালিকায় ২৪তম স্থান নিয়ে টোকিও প্যারালিম্পিকে ইতিহাস গড়ল ভারত।কিন্তু প্যারালিম্পকে উত্তরবঙ্গের যোগদান কার্যত শূণ্য। এটি অত্যন্ত দু:খের বিষয় যে, উত্তরবঙ্গের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ক্রীড়া জগতের সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তারা টিভির মাধ্যমেই জানতে পারলেন, প্যারালিম্পকে কি ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

উত্তরবঙ্গ নিয়ে বলতে গিয়ে বেঙ্গল প্যারালিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, সেখানে কোন জেলা সংস্থা না থাকায়, উত্তরবঙ্গ থেকে কখনই সেভাবে সাড়া পাওয়া যায়নি। প্যারা স্পোর্টস নিয়ে প্রচারের অভাবই এর প্রধান কারণ। প্রচার ও স্পনসরশিপের অভাবে রাজ্য প্যারালিম্পিক সংস্থার অবস্থাও তথৈবচ। সংস্থার প্রাক্তন সভাপতি চন্দন রায়চৌধুরি জানান, সুলতান আহমেদ সভাপতি খাকার সময়, তাঁর অফিসটাই ছিল সংস্থার দপ্তর। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পর যেমন নির্দিষ্ট কোন অফিস নেই তেমনি নেই কোন তহবিল। ২০২০ সালের মার্চ মাসে ব্যক্তিগত উদ্যোগে স্পনসরশিপ জোগাড় করে শেষ প্যারা স্টেট গেমের আয়োজন করা হয়েছিল। ভাস্কর বাবু বলেন, এত বাধা বিপত্তি দূর করে উত্তরবঙ্গ থেকে প্যারালিম্পিকে অংশ গ্রহণ আজ শুধুই স্বপ্ন।

নর্থবেঙ্গল কাউন্সিল ফর দ্য ডিজাবেলড-এর সচিব বলেন, প্যারালিম্পিকে কি কি স্পোর্টস হয় সেটাই আমাদের জানা ছিলনা। এতদিন পর টিভি দেখেই তা জানতে পারলাম।তাছাড়া কোন প্যারামিটারে সিলেকশন হয় তাও আমাদের জানানেই। তারওপর সংস্থার সব কর্মকর্তারাই ষাট-সত্তরোর্ধ্ব, এই অবস্থায় তারা যেটুকু পারছেন করছেন। সবচেয়ে বড় কথাহল প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও অর্থের অভাব থাকায় ছেমেয়েদের আগ্রহ থাকলেও সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছেনা।

কোচবিহারে শুরু হচ্ছে হেরিটেজ কাপ

কোচবিহার: কোচবিহার শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে।কোচবিহার শহরের কুড়িটি ওয়ার্ড থেকে একটি করে ফুটবল দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে। কুড়িটি ওয়ার্ডকে চারটি জোনে ভাগ করে খেলা হবে। ১৬ ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে উদ্বোধনী ম্যাচ। ১,২,৩,৬,৭ এই পাঁচটি ওয়ার্ড নিয়ে জোন-১ গঠিত হয়েছে । রাম ভোলা উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে এদের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। ৪,৫,৮,৯,১০ এই ওয়ার্ড গুলি নিয়ে জোন-২ গঠিত হয়েছে। কোচবিহার টাউন হাই স্কুলের মাঠে এদের খেলা হবে। ১১,১২,১৩,১৪,১৫ এই ওয়াড গুলি নিয়ে জোন ৩ তৈরি হয়েছে। জোন ৩ খেলা হবে বাজারের মাঠে। জোন ৪ তৈরি হয়েছে ১৬,১৭,১৮,১৯,২০ ওয়ার্ড নিয়ে। জেনকিনস বিদ্যালয়ের মাঠে জোন ৪ এর খেলা হবে। চ্যাম্পিয়ন দল কে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। রানার্স দল পাবে ৫০০০০ টাকা। ১৬ সেপ্টেম্বর শহরে ফুটবল বিতরণ করবে তৃণমূল কংগ্রেস। কুচবিহার শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, ১৬ সেপ্টেম্বর হেরিটেজ কাপ শুরু হচ্ছে। শহরের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ফুটবল দল এই টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ করবে।

দিনমজুরের ছেলে খেলবে বাংলার অনুর্দ্ধ-১৯ টি-২০ দলে

ক্রান্তি: আর্থিক প্রতিকূলতাকে জয় করে ক্রিকেট খেলেই চলেছেন জলপাইগুড়ি ছেলে স্বদেশ রায়। প্রতিভা ও পরিশ্রমের দাম পেলেন এবারের বাংলা অনূর্ধ্ব ১৯ টি -২০ দলে ডাক পেয়ে। বাংলা দলে ডাক পাওয়ার খবরে উল্লসিত জলপাইগুড়ি। জেলার ক্রীড়াপ্রেমীরা স্বদেশ রায়ের বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা জানিয়েছেন।

জলপাইগুড়ির ক্রান্তি ব্লকে রাজাদা গ্রাম পঞ্চায়েতে বাড়ি স্বদেশের। তার বাবা পরেশ রায় দিনমজুরি করে সংসার চালায়। স্বদেশের দাদা অন্যের গাড়ি চালায়। নুন আনতে পান্তা ফুরায় এমনই সংসার থেকে উঠে এসেছে স্বদেশ। শুধুমাত্র ক্রিকেটের প্রতি টানেই লাগাতার পরিশ্রম করে গেছে সে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্যাম্পে উদয় রায়ের কাছেই প্রশিক্ষণ নিত সে। ছেলের খেলা যাতে বাঁধা না আসে তার জন্য ধারদেনা করে ছেলের জন্য খেলার সরঞ্জাম কিনে দিতেন তার বাবা। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে সাহায্য নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে ভর্তি করা হয় স্বদেশ কে। বর্তমানে একাদশ শ্রেণির ছাত্র সে। পারিবারিক অনটনকে উপেক্ষা করেই কঠিন লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে সে। সেই লড়াইয়ের খানিকটা সাফল্যের আসলো

বাংলা ডাক পেয়ে। ছেলের সাফল্যে কেঁদে ফেলছেন স্বদেশের মা। গর্বিত মা বুলু রায় বলেন, ছেলে কোনদিন বাংলা দলে সুযোগ পাবে ভাবতেই পারেনি ও আরো অনেক দূর এগিয়ে যাবে এই আশা করি। স্বদেশের বাবা পরেশ রায় বলেন, যত আর্থিক অনটন থাক ছেলেকে বড় ক্রিকেটার করে তুলবোই। প্রশাসন যদি সাহায্য করে তাহলে তাদের আরও মনোযোগ দিয়ে ক্রিকেট খেলতে পারবে। বাংলা দলে সুযোগ পেয়ে খুশি স্বদেশ জানান, এর আগেও অনূর্ধ্ব ১৬ দলে খেলেছি। অনূর্ধ্ব ১৯ দল ডাকবে ভালই লাগছে। বাংলার হয়ে নিয়মিত রঞ্জি খেলাই পরবর্তী লক্ষ্য। সেইজন্য নিবিড় অনুশীলন করে যাচ্ছি। জাতীয় দলে খেলার আমার আসল স্বপ্ন। ভারতের জার্সি গায়ে দ্রুত মাঠে নামতে পারি তার জন্য যে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স দরকার তা করার চেষ্টা করছি।

ডানহাতি জোরে বলার হিসাবে বাংলা ডাক পেয়েছে সে। ডেল স্টেইনের ভক্ত স্বদেশের এই সাফল্য জলপাইগুড়ির অন্য খেলোয়াড়দের আরো উৎসাহিত করবে বলে ক্রিকেট কোচ উদয় রায় জানিয়েছেন। এর আগে কুচবিহারের ছেলে শিব শংকর পাল ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছিল। স্বদেশ কি সেই সুযোগ পাবে তা সময়ই বলবে। তবে জেলার ছেলের এই সাফল্যে খুশি জলপাইগুড়ি জেলাক্রীড়া সংস্থার সচিব কুমার দত্ত। স্বদেশ এখন কলকাতায় অনুশীলনে ব্যস্ত।

অবসর নয়, আন্তর্জাতিক স্তরে সাফ্যলই একমাত্র লক্ষ্য রেখার

জলপাইগুড়ি: যে বয়সে অনেকেই খেলাধুলা থেকে অবসর নেন সেই বয়সেই ক্রীড়া জগতে প্রবেশ করে রীতিমতো চমক সৃষ্টি করছেন জলপাইগুড়ির এক বধূ। সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব সামলেও রাজ্যও জাতীয় ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে একের পর এক পদক জয় করছেন তিনি। আগামীদিনে তার লক্ষ্য আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য অর্জন করা। সেই লক্ষ্য নিয়ে নিয়মিত অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছেন জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা রেখা সরকার। বাড়িতে রান্না করেন তিনি। ঘরও গোছাতে ভালবাসেন। স্কুল ও কলেজে পড়া দুই মেয়ের দেখাশোনা করার ফাঁকে সময় বের করে নিয়মিত ছুটে যান জিমে। প্রতিদিন দুই-তিন ঘন্টা চলে কঠোর অনুশীলন। জিমে শরীরচর্চা ও ভারোত্তোলনের প্রতি তাঁর একাগ্রতা নজর এড়ায় না আন্তর্জাতিক বডিবিল্ডার বাসুদেব দাসের। রাজ্য ও জাতীয় স্তরের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সামিল করে ভারোত্তোলনের প্রতি তাঁর উৎসাহ জোগান তিনি। টানা এক বছর ধরে চলে বিশেষ অনুশীলন। এরপর গত দুই বছর ধরে বিভিন্ন রাজ্য ও

জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে একের পর এক সাফল্য পাচ্ছেন রেখা সরকার। ইতিমধ্যেই রাজ্য ও জাতীয় স্তরের বেশ কয়েকটি পদক এসেছে তাঁর ঝুলিতে। মাস্টার গ্রুপের ভারোত্তোলক হিসেবে উত্তরবঙ্গ তথা রাজ্যের আইকন হয়ে উঠেছেন জলপাইগুড়ি শহরের গান্ধী মোড় এলাকার বাসিন্দা রেখা সরকার। তিনি জানান, গত দুই বছরে বেশ কয়েকটি রাজ্য ও জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সোনা ও রুপোর পদক জয় করেছেন। ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য পাওয়াই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিএবি-র টি-২০ চ্যালেঞ্জ খেলবে জলপাইগুড়ির অনিমেষ

জলপাইগুড়ি: সদর ব্লকের দাদা বাড়ির এই অলরাউন্ডারের টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জ খেলার কথা জানিয়েছেন ক্রিকেট কোচ উদয় রায়। শীঘ্রই শুরু হওয়া এই লিগে জলপাইগুড়ির ছেলের অনিমেষের খেলার খবর উল্লসিত ক্রিকেটপ্রেমীরা। জলপাইগুড়ি জেলা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট কোচ উদয় রায় বলেন, আমরা আনন্দিত অনিমেষ সিএবি- র টি - ২০ চ্যালেঞ্জ কাপ খেলবে। অনিমেষের এই সাফল্য জলপাইগুড়ির বাকি খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করবে।

স্বতাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলের পার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং 'জনবার্তা' প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 ● Editor: Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96